সীতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ—দুই হাজার
দ্বিতীয় সংস্করণ—এগার শত
তৃতীয় সংস্করণ—এগার শত
চতুর্থ সংস্করণ—এগার শত
পঞ্চম সংস্করণ—এগার শত
ষষ্ঠ সংস্করণ—এগার শত
সপ্তম সংস্করণ—এগার শত
অষ্টম সংস্করণ—এগার শত
দশম সংস্করণ—এগার শত
একাদশ সংস্করণ—বাইশ শত
১৩৫৯ মাঘ)

প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়
ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯

গ্রন্থকারের নিবেদন

আদিকবি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতবর্ষের সমস্ত পুরাতন ও আধুনিক বড় কবি সীতা সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু লিখেছেন। আমার প্রথম নাটক আমি যে ভারতের এই চিরন্তন পুণ্যকাহিনী অবলম্বন ক'রে লিখবার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান্ ব'লে মনে করি। তথাপি সত্যের খাতিরে ব'লতে গেলে ব'লতে হয় যে, আমার অন্তরের কোনও প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমি এ নাটক লিখতে অগ্রসর হইনি, বাইরের প্রয়োজন আমাকে লিখতে বাধ্য ক'রেছে, কিন্তু লিখতে আরম্ভ ক'রে আমি "রামসীতাবিরহের নির্ঝরিণী ধারা" আমার প্রাণের ভিতর অনুভব ক'রেছি এবং বাইরে তার রূপ ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছি। কৃতকার্য্য হ'য়েছি কি না, জানিনে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "সীতা" আমার চোখের সামনে অনেকবার অভিনীত হয়েছিল। সে নাটকের অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রেছিল; সেজন্য আমার এই "সীতা" নাটকের কোনও কোনও জায়গায় স্বর্গীয় রায়মহাশয়ের নাটকের একটু-আধটু ছায়া প'ড়তে পারে—তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম ক'রবার যথেষ্ট চেষ্টা পেয়েছি।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর নূতন নাট্যমন্দির-উদ্বোধন উপলক্ষে যে আমার এই নাটকখানি অভিনয় ক'রবার জন্য মনোনীত ক'রেছেন, এজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমার দু'জন হিতৈষী বন্ধু—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—এই বইখানি লেখা থেকে আরম্ভ ক'রে ছাপানো পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। এঁদের দু'জনের সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই এ নাটক

প্রকাশ ক'রতে পারতাম না। আমার অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু, সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, আমার "সীতা" নাটকের জন্য কয়েকখানি গান রচনা ক'রে দিয়েছেন। এই সুযোগে আমি এই সকল সহৃদয় বন্ধুর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উৎসর্গপত্র

স্বর্গীয়া কিরণশশী দেবীর স্মৃতিপূজা

দিদি, ছেলেবেলায় একটা মস্ত বড় নাট্যকার হবার ঝোঁকে প'ড়ে যখন নাটকের পর নাটক লিখেছি, তখন তুমিই ছিলে আমার সে সকল লেখার একমাত্র সমজদার। আমার সমস্ত রচনা তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে ও সেগুলি উপভোগ করতে এবং প্রয়োজনমত যথেষ্ট উৎসাহ দিতে। তোমার বড় ইচ্ছা ছিল, সাধারণ রঙ্গালয়ে আমার কোনও নাটকের অভিনয় দেখা। আজ সত্যই আমার নাটক অভিনয় হ'চ্ছে। প্রথম যৌবনের সে আনন্দ উদ্যম আজ আর নেই;—একটা কিছু হ'তে হবে, এই রকম সঙ্কল্প প্রাণে আর বড় একটা সাড়া আনে না। জীবনের এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে অতীতকেই মনোরম বলে মনে হয়, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল দেখায় না। বর্ত্তমানের সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করে আজ কেবল তোমার কথাই ভাবছি। জানিনা তুমি কোথায়—আমার বর্ত্তমান সুখ-দুঃখের তরঙ্গাঘাতে তোমার হৃদয় স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে কিনা! আমি সংশয়ী—তবু যেন মনে হয়, হয়ত কোন্ কল্পলোক থেকে তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ! সেই বিশ্বাসে—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারীর জীবনকথা নিয়ে গাথা, আমার এই প্রথম প্রকাশিত নাটকখানি তোমাকেই উৎসর্গ ক'রলাম।

তোমার স্নেহের ছোট ভাই
যোগেশ

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

"সীতার" নাট্যাভিনয় আজ সাত বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় চলিতেছে। গত বৎসর আমেরিকার যুক্তরাজ্যপ্রদেশে নিউইয়র্ক সহরের "ব্রডওয়ে—ভাণ্ডার-বি'ট" থিয়েটারে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে বাংলা ভাষাতেই "সীতা" অভিনয় হয়। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, গ্রন্থকার এবং নাট্যমন্দিরের প্রায় সমস্ত কলাকুশল নটনটী এই অভিনয় করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতের বাহিরে সমুদ্রপারে কোন নাট্যসম্প্রদায় বাংলা ভাষায় এভাবে অভিনয় করেন নাই। আমেরিকার গুণীসমাজে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছিল। আমেরিকাপ্রবাসী অক্লান্তকর্ম্মী সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র সেন নাট্যাভিনয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে অভিনয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইত না। পরে ভারতে ফিরিয়া ঐ বৎসরই মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে তদানীন্তন মাননীয় বড়লাট মহোদয় লর্ড আরউইন ও তদীয় মাননীয় পত্নী এবং অন্যান্য ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারিগণের সম্মুখে সুখ্যাতির সহিত "সীতা" অভিনয় হয়। বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের অঙ্গরূপে ইহা উল্লিখিত হইল। ইতি,

নাটকের চরিত্র

পুরুষ

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, লব, কুশ, শম্বুক
(তপাচারী শূদ্র), অষ্টাবক্র, কঞ্চুকী, দুর্ম্মুখ, বন্দি, বৈতালিক,
মন্ত্রী, সচিব, শূদ্র-ঋত্বিক্‌গণ, মুনিগণ, দেবর্ষিগণ, ক্ষত্রিয়-
রাজগণ, জনৈক ব্রাহ্মণ, প্রতিহারীগণ, অনুচর,
প্রহরীগণ, কয়েকজন লোক, অশ্বরক্ষকদ্বয়,
সৈনিকগণ, রাজ্যের নায়কগণ,
রাজদূত ইত্যাদি।

স্ত্রী

কৌশল্যা, সীতা, উর্ম্মিলা, আত্রেয়ী (ঋষিকন্যা—বাল্মীকির
শিষ্যা), তুঙ্গভদ্রা (শম্বুকের স্ত্রী), বনলক্ষ্মীগণ,
অরণ্যকুমারীগণ ইত্যাদি।

পরিচয়

অধিকারী	...	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
গ্রন্থকার	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক	...	শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
অনুষ্ঠাতা ও শিক্ষক	...	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
নৃত্য-শিক্ষক	...	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু
সহ-নৃত্যশিক্ষক	...	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
সুর-সংযোজক	...	শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী	...	শ্রীচারুচন্দ্র রায়
ঐ সহকারী	...	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হারমোনিয়ম-বাদক	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়
বংশীবাদক	...	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ
স্মারক	...	শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

রাম	...	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
লক্ষ্মণ	...	শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
ভরত	...	শ্রীতারাকুমার ভাদুড়ী
শত্রুঘ্ন	...	শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বশিষ্ঠ	...	শ্রীললিতমোহন লাহিড়ী
বাল্মীকি	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শম্বুক	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
লব	...	শ্রীজীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কুশ	...	শ্রীনন্দগোপাল সান্ন্যাল (দ্বিতীয় রজনী হইতে) শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
দুর্ম্মুখ	...	শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
কঞ্চুকী	...	শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
অষ্টাবক্র	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অমাত্য	...	শ্রীসুহাসচন্দ্র সরকার
অশ্বরক্ষকদ্বয়	...	শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত শ্রীবিশ্বেশ্বর মল্লিক
ঋত্বিক্	...	শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈতালিক ও বন্দি	...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
পুত্র-শোকাতুর ব্রাহ্মণ	...	শ্রীনৃপেশনাথ রায়
কৌশল্যা	...	শ্রীমতী পান্নারাণী
সীতা	...	শ্রীমতী প্রভা
ঊর্ম্মিলা	...	শ্রীমতী উমারাণী
তুঙ্গভদ্রা	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
আত্রেয়ী	...	শ্রীমতী নিরুপমা

সীতা

প্রথম অঙ্ক

[অযোধ্যা-প্রাসাদের একাংশ। রামের কক্ষের সম্মুখস্থ অলিন্দে সীতা রামচন্দ্রের জানুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রাম অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। নেপথ্য হইতে যন্ত্র-সঙ্গীতের ধ্বনি আসিতেছে। বিশ্বস্ত-রাজকর্মচারী দুর্ম্মুখ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। সীতাদেবীকে দেখিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। দুর্ম্মুখ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রাম সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া দুর্ম্মুখকে দেখিতে পাইলেন।]

রাম। দুর্ম্মুখ!

দুর্ম্মুখ। মহারাজ, বার্ত্তা আনিয়াছি।

রাম। ভাল, অসঙ্কোচে কর নিবেদন।

দুর্ম্মুখ। প্রভু,
রাজকার্য্য, সঙ্গোপনে চরণে
করিব নিবেদন।

রাম। দেবীর নিকটে
সঙ্কোচের নাহি প্রয়োজন,—
জানকীর কাছে অযোধ্যা-রাজ্যের
গোপন কিছুই নাই।
কিন্তু দেবী সুপ্তা, বিশ্রামে ব্যাঘাত হইতে পারে!

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। রামচন্দ্র!

রাম। আর্য্য !

কঞ্চুকী। মহাতপা অষ্টাবক্র---
ভূপতিরে
আশীর্ব্বাদ করিবার তরে,
মাগিছেন রাজ-দরশন !

রাম। যাও, সসম্মানে
ত্বরায় লইয়া এস।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান

রাম। দুর্ম্মুখ, ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
বার্ত্তা তব জানিব পশ্চাতে।

দুর্ম্মুখ। যথা আজ্ঞা নরেশ্বর !

(অষ্টাবক্রের প্রবেশ)

রাম। প্রণমি চরণে দেব,
কর আশীর্ব্বাদ।

অষ্টা। করি আশীর্ব্বাদ—
প্রজানুরঞ্জনে—শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বলিদানে,
নাহি হও পরাঙ্মুখ কভু !

রাম। মুনিবর, যেই দিন হ'তে
অযোধ্যার সিংহাসনে
করিয়াছি আরোহণ, প্রজানুরঞ্জন
নৃপতির কর্ত্তব্য জেনেছি সার।
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর—
প্রজানুরঞ্জন হ'তে শ্রেষ্ঠতর কার্য্য
মোর নাই।

অষ্টা। বাক্যে তব বহু প্রীতি করিলাম লাভ।
বৎস, কল্যাণ হউক তব।

রাম। মুনিবর, কিবা প্রয়োজনে
রাজপুরে পদার্পণ প্রভু,
জানিতে কি পারি ?

অষ্টা। আনিয়াছি তব প্রাপ্য যজ্ঞভাগ
নরেশ্বর,
ঋষ্যশৃঙ্গ-যজ্ঞস্থল হ'তে
বশিষ্ঠের আশীর্ব্বাদ সহ।
কহিলেন ঋষি—"হে যশস্বী,
বংশমান রক্ষা হেতু
সত্যের পালনে আর প্রজানুরঞ্জনে
সর্ব্ব-ইষ্ট দিতে বিসর্জ্জন
রামচন্দ্র বিমুখ না হন যেন !"

রাম। শিরোধার্য্য আদেশ ঋষির ;
প্রভু, ইক্ষ্বাকু-কুলের রাজা,—
প্রজার মঙ্গল তার জীবন-সাধনা।
পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি দিলীপ—
রঘু, অজ, পিতা দশরথ—
সূর্য্যবংশ-ধুরন্ধর নরপতিগণ
যেই পুণ্যব্রত করিলেন
চিরদিন জীবনে বরণ,
সে ব্রতে দীক্ষিত আমি দেব !

অষ্টা। রামচন্দ্র,

করি আশীর্ব্বাদ—বৎস, পিতৃপুরুষের
নামের সম্মান রক্ষা কর চিরদিন !

রাম। মুনিবর,
ধনরত্ন যাহা আছে রাজার ভাণ্ডারে,
রত্ন-সিংহাসন, বহুমূল্য রাজ-আভরণ,
সসাগরা পৃথিবীর অধিকার
প্রজানুরঞ্জনে অনায়াসে বিসর্জ্জন
দিতে পারি। আত্মীয়-স্বজন,
আপন জীবন, বংশের পাবন পুত্র নয়নের মণি—
প্রভু, তাও দিতে পারি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধনার ফল
কর্ম্মলব্ধ উচ্চগতি যদি থাকে কিছু
জীবনের সর্ব্বকাম্য কামনার ধন—
লোকান্তরে স্বর্গ-মোক্ষ ইষ্ট-আরাধনা—
প্রজার মঙ্গল হেতু—
এখনি ত্যজিতে পারি !
অধিক কি কব আর দেব,
হ'লে প্রয়োজন, প্রজানুরঞ্জন তরে—
সর্ব্ব কাম্য, সর্ব্ব স্বর্গ, সর্ব্ব ইষ্ট, সর্ব্ব কামনার শ্রেষ্ঠ—
সহস্র জীবনাধিক—মোর জানকীরে—

(দুর্ম্মুখের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল)

রাম। দুর্ম্মুখ দুর্ম্মুখ—
মোর জানকীরে এই দণ্ডে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

অষ্টা। বৎস,

বাক্য তব সূর্য্যবংশধর-যোগ্য বটে !
বৎস, করি আশীর্ব্বাদ
হও আদর্শ-নৃপতি ।

[প্রস্থান

রাম । দুর্ম্মুখ,
কি কথা বলিতেছিলে—
বল এইবার ।

দুর্ম্মুখ । মহারাজ,
শ্রীচরণে অভয় প্রার্থনা করি !

রাম । দিলাম অভয়,
নির্ভয়ে বলিতে পার—
কোন শঙ্কা নাই ।

দুর্ম্মুখ । মহারাজ,
অযোধ্যার পুরবাসী
ধনবান্ প্রজা, রাজ্যের নায়ক যত—

রাম । তারপর ?
দুর্ম্মুখ বিস্মিত করিলে মোরে ।
বহুদিবসের পুরাতন রাজকর্ম্মচারী
রাজার চরিত্র নাহি জান ?
সমস্ত অপ্রিয় সত্য শুনিতে প্রস্তুত আমি ।

(দুর্ম্মুখ তথাপি সঙ্কুচিত ও নিরুত্তর)

রাম । দিয়াছি অভয়—কিসের সঙ্কোচ তবে ?

দুর্ম্মুখ । পৌরজন যত পরস্পর কহিতেছে—
মা-জানকী কলঙ্কভাগিনী—

রাম। দুর্ম্মুখ—দুর্ম্মুখ—
মিথ্যাবাদী শঠ, প্রবঞ্চক—
হেন কথা কহিস্ দুর্ম্মতি !

দুর্ম্মুখ। রূঢ় সত্য, কহিয়াছি
তোমার আদেশে নরবর !

রাম। পৌরজন, পৌরজন !
কি কহিছে পৌরজন ?

দুর্ম্মুখ। তারা কহে,
রাজ-অন্তঃপুর-মাঝে
গ্রহণীয়া নন রাজেন্দ্রাণী,
অনার্য্য-রাক্ষস-গৃহে করেছেন বাস।

রাম। প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন—
ভাল আশীর্ব্বাদ, ঋষি,
করিয়াছ মোরে।
প্রজানুরঞ্জনে শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বিসর্জ্জন—
অসীম ঔদাস্যভরে
নিজে আমি করিয়াছি পণ।
সহস্রাক্ষ বিশ্ববিভু—বংশের আকর,
দেব দিনকর !
একি মহা সমস্যায়
নিপতিত করিলে আমায় প্রভু !
এ কোন্ অশুভক্ষণে সর্ব্বনাশা হেন গর্ব্ববাণী
মুখ হ'তে স্খলিত হইল মোর ?
বুঝিতে না পারি—

দৃষ্টির অন্তরে থাকি
নিয়তি কি করে পরিহাস !

দুর্ম্মুখ। ধরণীর অধীশ্বর !
ক্ষমা কর দাসে—

রাম। বুঝিয়াছি,
আর কিছু শুনিবার
নাহি প্রয়োজন ;
যাও, করগে বিশ্রাম—
(দুর্ম্মুখের গমনোদ্যোগ)
পুরস্কার লহ রত্নহার।
(রত্নহার দিলেন)

দুর্ম্মুখ। প্রভু, দিও না গঞ্জনা দাসে—
দাও দণ্ড, কর তিরস্কার—
শতলক্ষ অপমান লব বক্ষ পাতি,
স'ব অকাতরে !
পুরস্কার লইতে নারিব -
পুরস্কার-যোগ্য কার্য্য করেনি দুর্ম্মুখ !

রাম। না—না, মহাকার্য্য করিয়াছ তুমি—
বিষাদ না ভাবহ অন্তরে।
রাজ-সিংহাসনে করি আরোহণ
শুনিয়াছি লক্ষ লক্ষ চাটুকার-বাণী।
নগ্ন-সত্য কঠোর মহান্—
সত্যের সে অপূর্ব্ব মূরতি
দেখি নাই বহুদিন—
সত্য গিয়াছিনু ভুলি !

তুমি দিয়াছ আমায় সেই সত্য পুনঃ—
স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল কাচমণি-সম
মম জীবনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে যাহে।
রে দুর্ম্মুখ !
শ্রেষ্ঠ ভৃত্য তুই মোর—
সামান্য সেবক হেন কার্য্য কভু পারিত না !

দুর্ম্মুখ। তব বাক্য চিরদিন করেছি পালন,
আজ তাহা করিব হেলন,
লইব না রত্নহার—
বিদায় চরণে মহারাজ।
ভাল কার্য্য দিয়াছিলে মোরে—
হইল দুর্ম্মুখ নাম
সার্থক আমার এতদিনে !

[প্রস্থান

(রাম সীতার নিকটে গিয়া)

রাম। পুণ্যবতী জনকতনয়া
পবিত্রতা-আকার-ধারিণী !
ভাগীরথী-পূতবারিসমা—
তীর্থরেণু মত যিনি আপনার আপনি পাবন—
মূর্খ পৌরজন, কহে অপবিত্রা তাঁরে !
অগ্নিসমা পরিশুদ্ধা,
রাজর্ষি-জনক-গৃহে জন্ম যাঁর
হোম-যজ্ঞে পুণ্য-ফল সম ;
অপবাদ তাঁর ?
অন্তর্যামী দেব,

আমার মুখের কথা—তাই সত্য হবে ?
অন্তরের সত্য মোর কেহ দেখিবে না !
মুহূর্ত্তের মত্ততায় জীবনের ভুল—
জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হ'তে প্রবল কি হবে ?

(নেপথ্যে সুর শোনা গেল, বৈতালিক গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

(গীত)

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু
প্রজারঞ্জনকারী,
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু
সত্য-ব্রতধারী।
ধরণী পূত চরণ-পরশে
পুরবাসিগণ মগ্ন হরষে,
আকাশ হতে নিত্য বরষে
দেবতা-কৃপাবারি।

রাম। মূর্খ বৈতালিক,
বন্ধ কর গান।

বৈতা। মহারাজ—

রাম। আজ হ'তে
স্তুতিগান আর নাহি হবে।

[বৈতালিকের প্রস্থান

অতীব নিষ্ঠুর প্রথা
শ্রদ্ধা দিয়ে ঢেকে রাখা
অন্তরের ঘৃণা !
প্রতি আঁখি-পাশে লুক্কায়িত
তীব্র পরিহাস—

জনে-জনে ভাবে মনে মনে
অপবিত্রা সীতা—
রাজদণ্ড-ভয়ে মুখে কিছু করে না প্রকাশ।
সম্মুখে দেখায় ভক্তি—
শ্রদ্ধাপূর্ণ স্তুতিগান রচে!
কপটতা— কপটতা
শ্বাস রোধ হয় মোর
জীবন্ত এ মিথ্যা মাঝে করিতে বসতি।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। বৎস,
আসিয়াছি আমি।
সম্পূর্ণ হ'য়েছে যাগ,
দেব-ঋষি-মানবের কল্যাণের তরে—
মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ
হোমানলে পূর্ণাহুতি ক'রেছেন দান।
রাজমাতৃগণ
রাজগৃহে সমাগত পুনঃ;
বৎস, মৌন তুমি!
চির-হাস্যময় মুখে নাহি হাসিরেখা—
যেন অশ্রু দিয়ে আঁকা—
মৌন-মূক চিত্র বেদনার!
রাম, কহ সবিশেষ—
চিন্তারেখা কোন্ হেতু কুঞ্চিত ললাটে?

রাম। গুরুদেব,

মিথ্যা নাম, মিথ্যা কীর্ত্তি—বংশের সম্মান,
মিথ্যা খ্যাতি !
পৌরজন কহে,
কলঙ্কিনী জনকনন্দিনী।

বশিষ্ঠ। বৎস,
প্রজাগণ কহিতেছে
জানকীর কলঙ্কের কথা !
সত্য কিংবা প্রহেলিকা ?
মা-জানকী কলঙ্কভাগিনী !
হেন কথা
মুখে তারা করে উচ্চারণ !
রাজলক্ষ্মী অযোধ্যা-রাজ্যের
মূর্ত্তিমতী করুণা-রূপিণী,
রাজ্যের জননী যিনি—
যাঁর পুণ্যে এ রাজ্যে অভাব কিছুই নাই,
সরলতা-প্রতিচ্ছবি,
সেই সীতা অপবিত্রা !
না—না, রঘুপতি,
শুনিয়াছ মিথ্যা-সমাচার।

রাম। গুরুদেব, দুর্ম্মুখ এনেছে বার্ত্তা—

বশিষ্ঠ। দুর্ম্মুখ ?
শ্রেষ্ঠ ভৃত্য সে তোমার—
কর্ত্তব্যসাধক—
কহে নাই মিথ্যা বাণী।

রাম। প্রজাগণ চাহিতেছে সীতানির্ব্বাসন।
রাজ্যের নায়কগণ কহে,
"রাক্ষস হরিলা যেই নারী,
রাজার কর্ত্তব্য নহে
রাজগৃহে তাঁরে স্থান দেওয়া।"

বশিষ্ঠ। সত্য, এই প্রচলিত সমাজ-নিয়ম —
অতীব নিষ্ঠুর প্রথা। প্রচলিত বিধি এই।
সীতা মহীয়সী নারী— লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
সাধারণ রমণীর সমতুল্যা নন কভু -
তবু নারী, সমাজনিয়ম-অনুসারে
নির্যাতন অদৃষ্ট-লিখন তাঁর
বড়ই সমস্যা রঘুবর,
কর্ত্তব্য বুঝিতে নারি !

রাম। গুরুদেব !
অষ্টাবক্র ঋষির নিকটে
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে
নিজে আমি করিয়াছি পণ —
হ'লে প্রয়োজন প্রজানুরঞ্জন তরে
জানকীরে দিব বিসর্জ্জন।

বশিষ্ঠ। নিজে তুমি করিয়াছ পণ !

রাম। কভু কল্পনায় ভাবি নাই দেব,
অসম্ভব হইবে সম্ভব !

বশিষ্ঠ। সূর্য্য-বংশধর !

অচিন্তিত কর্ত্তব্য মহান
অনাহূত এসেছে তোমার দ্বারে—
বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট এই কণ্টক-খচিত
অভিনব কর্ত্তব্যের পথ—
সাদরে গ্রহণ কর রঘুকুলপতি !

রাম। সত্য সত্য—সূর্য্য-বংশধর আমি।
মুনিবর !
কর্ত্তব্য করেছি স্থির,
জানকীরে দিব বিসর্জ্জন—
সত্যরক্ষা অবশ্য করিব।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যদি যায়—
কি করিব, হয়তো ভাঙ্গিবে—
কিন্তু ইক্ষ্বাকু-কুলের পতি,
সত্যরক্ষা বিনা নাহি অন্য গতি।

বশিষ্ঠ। কল্যাণ হউক বৎস !
অবিচল চিত্তে কর
কর্ত্তব্য-পালন !

[প্রস্থান

রাম। আজি মনে পড়ে
অতর্কিতে বালিবধ-কথা।
সীতার হরণ লাগি—
আত্মহারা বিহ্বলের মত—
নির্দ্দোষীর বক্ষ-বজ্র-পাত। মনে পড়ে—
ধূলি-ধূসরিতা পতিহারা
তারার ক্রন্দন—

মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস !
নিদারুণ অভিশাপ সতী রমণীর ;
মন্দোদরী ধূলায় লুটায়
সহস্র রাক্ষস-বধূ দীর্ণ হাহাকারে
মূর্চ্ছা যায় ধরণীর কোলে—
রমণীর অভিশাপ ফলিবে কি এত দিনে ?—

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। রঘুবর !
রাম। সৌমিত্রি !
কঠোর কর্ত্তব্য ভাই
তোমারে করিতে হবে। কর পণ—
আজ্ঞা মম করিবে পালন !
লক্ষ্মণ। হে রাঘব !
বিস্মিত করিলে মোরে !
কখনো কি দেখিয়াছ অন্যমত—
প্রতিজ্ঞা করাতে চাহ ?
কবে পালি নাই প্রভু আদেশ তোমার—
কবে মানি নাই বাক্য তব
সত্য বেদ-সম !
রাম। তথাপি করিতে হবে পণ—
জাননাত' প্রিয়বর,
কি কঠিন আদেশ আমার !
লক্ষ্মণ। ভাল, সেইমত ইচ্ছা যদি তব,
করিলাম পণ !

বল মোরে কি করিতে হবে ?

রাম। হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতে হবে,—
জানকীরে দিতে হবে বনে বিসর্জ্জন।
সাঙ্গ হ'য়ে গেছে মোর জীবনের পূজা—
দেবীর প্রতিমা এবে
বনে দিব ডালি !

লক্ষ্মণ। একি কথা কহ দেব ?—
বিনা মেঘে একি বজ্রাঘাত !
পারিব না—পারিব না কভু !
ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে !

রাম। লক্ষ্মণ, সুখে দুঃখে
চিরসাথি—
ভৃত্য, বন্ধু, মন্ত্রী তুমি—
জীবনের চির-সহচর, তুমিও বিমুখ ?
অযোধ্যার রাজপথে ধূলায় লুটায়
সূর্য্যবংশ-নামের গরিমা !
করিয়াছি সত্য পণ,
নিরুপায় আমি,
অন্য পথ নাহি আর
জানকীর নির্ব্বাসন বিনা।

লক্ষ্মণ। জানকীর নির্ব্বাসন !
যাঁর লাগি জীবনের সহস্র দুঃখ
শ্রাবণের বারিধারা-সম
শির পাতি লইয়াছ আপন ইচ্ছায়—

যাঁর তরে ধনুর্ভঙ্গ—
রাজর্ষির স্বয়ম্বরসভাতলে,—
হতগর্ব্ব নতশির,
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বীরেন্দ্র নৃপতি সাক্ষ্য করি,
বীরত্বের জয়মাল্য-সম
যাঁর পাণি গ্রহণ করিলে রঘুবর—
ছায়া-সম জীবনসঙ্গিনী যিনি—
বনবাস স্বর্গবাস, যে সীতার তরে—
যাঁহারে হারায়ে,
সমগ্র দণ্ডকবন
সীতানামে মুখরিত করি,
ভেসেছিলে নয়নাশ্রু জলে রঘুবর—

রাম। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণ। যাঁহার উদ্ধার-হেতু বালিবধ,
সেতুবন্ধ, লঙ্কার সমর,
বীরবাহু, মেঘনাদ,
কুম্ভকর্ণ, বিশ্বত্রাস রাবণ বিনাশ—
প্রবেশিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে
আপন গৌরবে
বাহিরিয়া এল যেই মহীয়সী নারী—
লক্ষ্মী যথা সমুদ্রমন্থনে—
পদতলে প্রশান্ত জলধি,
অসীম অম্বর-শিরে,
যক্ষ-রক্ষ-নাগ-নর-দেবতা-বন্দিতা সীতা

কলঙ্কিনী-অপবাদে তাঁর নির্ব্বাসন !
পারিব না—পারিব না—প্রভু—
আজ্ঞা তব লহ ফিরাইয়া—!

রাম। ক্ষত্রিয়নন্দন,
করিয়াছ পণ—
পণ-রক্ষা কর ত্বরা !
শুধায়োনা প্রশ্ন মোরে আর—
জানিহ নিশ্চয়—
ইক্ষ্বাকু-কুলের পূত মর্য্যাদারক্ষণে
জানকীরে দিতে হবে ডালি—
কঠিন নিয়তি হেন করেছে বিধান।
সাজাও স্যন্দন,
রেখে এস দূর বনে জনকনন্দিনী—
সংসারের কঠোর পরশে
আর যেন দেবী ব্যথা নাহি পায় !
উত্তপ্ত মস্তিক মোর, বুকে বাজে ব্যথা,
রাজপ্রাসাদের বায়ু করে শ্বাসরোধ !

[প্রস্থান

লক্ষ্মণ। হে রাঘব !
কোন্ অপরাধে অপরাধী
শ্রীচরণে দাস—
হেন দণ্ড করিলে প্রদান ?
লঙ্কার সমরে শক্তিশেলে বাঁচাইয়া,
পুনঃ

এ হেন জীবন্ত মৃত্যু
কেন দিলে প্রভু !
কঠোর কুলিশ-সম
অগ্রজের দারুণ আদেশ !
এর চেয়ে মৃত্যু মম শ্রেয়ঃ শতবার !

(ঊর্ম্মিলার প্রবেশ)

ঊর্ম্মিলা। প্রাণেশ্বর !
একি—
বিরস বদনে আনমনে বসিয়া একাকী !
কি হ'য়েছে হৃদয়-বল্লভ ?
মলিন নেহারি কেন জীবনকুসুম ?

লক্ষ্মণ। এ হেন দারুণ বজ্র
পড়ে নাই কভু আর
অযোধ্যার প্রাসাদ-শিখরে !
মন্থরার মন্ত্রণায় নহে সংঘটন।
দেবি ! সীতা-নির্ব্বাসন-আজ্ঞা
দিয়াছেন আপনি রাঘব !

ঊর্ম্মিলা। সীতা-নির্ব্বাসন !
আজ্ঞা দিয়াছেন রাঘব।
সত্য কিম্বা অলীক স্বপন-কথা !

লক্ষ্মণ। বলি নাই—
রঘুপতি নিজে আজ্ঞা দিয়াছেন মোরে ?
করিয়াছি পণ,
নির্ব্বিচারে এ আদেশ আমারে পালিতে হবে।

ঊর্ম্মিলা। কি কারণে এ আদেশ—
জানিয়াছ প্রভু ?

লক্ষ্মণ। কারণ ?
জানি না কারণ দেবি !
অবিচারে পালিয়াছি রামের আদেশ চিরদিন।
রাম-কার্য্যে—
কারণ জিজ্ঞাসা কভু করিনি জীবনে।

ঊর্ম্মিলা। প্রভু,
এ কঠিন সত্য-রক্ষা কেমনে করিবে ?

লক্ষ্মণ। ঊর্ম্মিলা, প্রিয়তমে !
তুমি জানকীর নয়নের নিধি,
শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রাণসখী রাজপুরী-মাঝে !
এ কঠিন ব্রত-উদ্‌যাপনে,
বল, তুমি মোর সহায় হইবে ?
নহে সত্য-ভঙ্গ মহাপাপে
স্বামী তব হইবে পাতকী।

ঊর্ম্মিলা। কেমনে সহায় হব
দাও বুঝাইয়া ।

লক্ষ্মণ। দেবীর চরণে মর্ম্মভেদী এ বারতা,
ঊর্ম্মিলা, তোমারে জানাতে হবে।

ঊর্ম্মিলা। না, না, না—
একি প্রভু রমণীর কাজ ?

লক্ষ্মণ। দেবি,
নহে ইহা পুরুষের কাজ।

মম কার্য্য আরো সুকঠিন—
আমি তাঁরে বনবাসে রাখিয়া আসিব।
যাই আমি,
প্রস্তুত রাখিতে বলি রথ !—
নিবেদন কর বার্ত্তা দেবীর চরণে।

[প্রস্থান

(উর্ম্মিলা সীতার নিকটে গিয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন)

উর্ম্মিলা। রাজরাণী যতক্ষণ সুষুপ্তির কোলে—
নিদ্রা-অন্তে ভিখারিণী, বননিবাসিনী।
রমণীর শিরোমণি,
এত দুঃখ তোমার অদৃষ্টে ছিল
নাহি জানি—
এ কুলিশ কেমনে হানিব বুকে !

[সীতার পা-দুখানি বুকে ধরিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। সীতার ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।]

সীতা। একি, উর্ম্মিলা ?
কেন বোন পদতলে ?
জল কেন চোখে ?
লক্ষ্মণ ক'রেছে তিরস্কার ?
চতুর্দ্দশ বর্ষ
পত্নী ছাড়ি ভ্রমি বনে বনে,
দেখিতেছি,
লক্ষ্মণের রীতি-নীতি বন্য হইয়াছে !
নহে মোর উর্ম্মিলারে কটু কথা কহে

শাসন করিব তারে—
তোরই সম্মুখে !

(কথা কহিতে পারিলেন না)

উর্ম্মিলা । দেবি—
সীতা । উর্ম্মিলা,
কি দুর্জ্জয় অভিমান তোর !
জানিস্, কোথায় রঘুনাথ ?
উর্ম্মিলা । গিয়াছেন উদ্যান-ভ্রমণে ।
সীতা । সত্য ! দেখেছিস্ বোন,
ওই মত সদাই চঞ্চল
পুরুষের মন ।
জানুদেশে তাঁর মাথা রাখি
ঘুমায়ে পড়িয়াছিনু,
অমনি গেছেন চলি
আমারে রাখিয়া একাকিনী ।
চল্,
মোরা দুই বোনে উদ্যান-ভ্রমণে যাই ।

(নীচে নামিয়া)

উর্ম্মিলা । দেবি !
আমারে করিও ক্ষমা !
বল, ক্ষমিবে আমার অপরাধ—
যত গুরু হোক্ !—
সীতা । উর্ম্মিলা,
কি হ'য়েছে তোর !

ছিঃ বোন,
মুছে ফেল্ নয়নের জল !
দেখ্, এই মাত্র নিদ্রাকালে
দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন—
শোন্ ভগ্নি, বলি তোরে।
যেন দেখিলাম—
রথে করি যাইতেছি সরযূর তীর দিয়া—
রঘুনাথ কাছে নাই,
লক্ষ্মণ আছেন বসি' সারথির পাশে।
তারপর, ঘোর বন—
সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, রাক্ষস চারিদিকে—
কোথায় লুকাল যেন রথ—
একা আমি, কেহ সেথা নাই—
'রঘুনাথ' 'রঘুনাথ' বলি কাঁদিয়া উঠিতে,
নিদ্রা ভেঙে গেল।

(ঊর্ম্মিলা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন)

সীতা। মোর স্বপ্নকথা শুনি
এত তুই আত্মহারা—
কাঁদিয়া আকুল ?
স্বপ্ন—স্বপ্ন এ ঊর্ম্মিলা !

ঊর্ম্মিলা। নহে স্বপ্ন দেবি,
স্বপ্ন-ঘোরে সত্যের ছলনা।

সীতা। স্বপ্ন মোর সত্যের ছলনা ?
কথা তোর কিছুই বুঝিতে নারি !

সহজ সরল কথা বল্ দেখি বোন।
কি হ'য়েছে ?

উর্ম্মিলা। দেবি,
আমারে করিও ক্ষমা—
সত্য কহি পতির আদেশে—
"বনে নির্ব্বাসন-দণ্ড
দিয়াছেন তোমারে রাঘব !"

সীতা। কি কহিলি উর্ম্মিলা ?
'বনে নির্ব্বাসন-দণ্ড'
দিয়াছেন আমারে রাঘব ?
তাই তোর চোখে জল—
মুখে কথা নাই !
সরলা ভগিনী মোর,
লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে নারিলি ?—
কেঁদে ভাসাইলি নাক, মুখ, চোখ !

উর্ম্মিলা। দিদি, সত্য—সত্য ? সত্য পরিহাস ইহা,
তাই হবে—তাই হবে বুঝি—
তাই কর—তাই কর, দেব দিনকর,
সত্য—সত্য, পরিহাস দেবি ?

সীতা। "সীতা-নির্ব্বাসন"—
"রাঘব দেছেন আজ্ঞা"—
"লক্ষ্মণ এনেছে সমাচার"—
আচ্ছা, মনে তুই দেখ্ বিচারিয়া—
সত্য কিম্বা পরিহাস ইহা ?

উর্ম্মিলা। দেবি,
কেন মোর বামেতর নয়ন নাচিল ?
সত্য বুঝি তবে অমঙ্গল !
আর—আর—স্বামী মোর
পরিহাস-ছলে—
মিথ্যা কথা কভু না কহেন !

সীতা। ভাল,—তোর
সন্দেহ ভাঙ্গিতে
নিজে আমি
রঘুনাথে জিজ্ঞাসিয়া আসি।

[প্রস্থান

উর্ম্মিলা। হেন সুনিবিড় প্রেম,
এমন বিশ্বাস—
এ একান্ত আত্মসমর্পণ
হে বিশ্ব-দেবতা !
ভাঙ্গিয়ো না কঠিন আঘাতে ;
মিথ্যা হোক্—
হোক্ পরিহাস
মোর স্বামীর আদেশ !

[প্রস্থান

(রাম ও ভরতের অপর দিক দিয়া প্রবেশ)

রাম। ভরত !
নহে ইহা প্রলাপ-বচন,
কহিয়াছে শ্রেষ্ঠ ভৃত্য

দুর্ম্মুখ আমারে !　জানি আমি
চিরদিন তারে—অপ্রিয় হ'লেও
সত্য করেনা গোপন।

ভরত।　অসম্ভব হেন কার্য্য
কভু আমি হইতে দিব না।
গর্ভবতী সাধ্বী সতী
পতিমাত্র ধ্যান—
নির্ম্মেঘ-আকাশসমা পবিত্রা রমণী
তারে দিয়া বনবাস
সত্যরক্ষা করিতে যদ্যপি হয়—
সে সত্যে ধিক্কার দিই আমি !
তার চেয়ে মিথ্যা মোর হৃদয়ভূষণ !

রাম।　শান্ত হও বৎস,
স্থির চিত্তে চিন্তা করি দেখ,
সূর্য্যবংশে জনম তোমার,
যে কুলের আদর্শ নৃপতি
হরিশ্চন্দ্র, রাজা দশরথ—
জীবন-মরণ তুচ্ছ করি—
করেছেন সত্যের সাধনা—
সেই কুলে জন্ম তব,　ভুলিয়োনা কভু
ভরত, কেমনে বুঝাব তোরে,
জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন হোমানলে
আহুতি ঢালিয়া—
সত্যব্রত পালন করিতে হয় ?

ভেবে দেখ মনে,
জানকীরে পাঠাইব বনে,
জনকতনয়া
জীবনের ধ্রুবতারা মম !

ভরত। কিছু আমি বুঝিতে না চাহি।
তোমা হেতু সয়েছি বিস্তর—
নির্দ্দয় রাঘব !
নির্ম্মম হৃদয়হীন তুমি,
অনুজের প্রতি নাই বিন্দুমাত্র
করুণা তোমার।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি অতি গুরুভার
ঘৃণা, লজ্জা, কলঙ্কের বোঝা
বহিয়াছি আদেশে তোমার,
লোকনিন্দা করিয়াছি মাথার ভূষণ,
সহিয়াছি সব অকাতরে,—
কিন্তু আর আমি সহ্য করিব না—
শেষ কথা—আপন জননী-জায়া লয়ে
দূর বনান্তরে শান্ত কৃষকের সনে
করিব বসতি। সত্য লয়ে থাক তুমি দেব,
মর্ত্ত্যের মানুষ আমি—
বুঝিনাকো সত্যের মহিমা—
মানবহৃদয় নিয়ে ছেলেখেলা করা
আমা হ'তে না হবে সম্ভব !—

[প্রস্থান

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশল্যা রাম,
যাহা শুনিতেছি অন্তঃপুরে
পৌরজন-মুখে—সত্য কি সে কথা বৎস ?
সৌমিত্রিকে গেলাম শুধাতে
কাঁদিয়া ফিরাল মুখ—
রোষ-রুদ্ধ রক্তিম বদন
ভরত চলিয়া গেল—দিল নাক'
প্রশ্নের উত্তর !

রাম। সত্য মাতা,
রাজধর্ম্ম রক্ষা হেতু—
জানকীর নির্ব্বাসন,
নিজে আমি ক'রেছি বিধান।

কৌশল্যা। বৎস,
মুখে মোর কথা নাহি সরে—
নরশ্রেষ্ঠ রামের জননী আমি,
এত দিন এই গর্ব্ব—অতি যত্নে
অন্তরের কোণে লালন ক'রেছি আমি,
সে গর্ব্ব ভাঙ্গিল মোর !—
রামনামে কলঙ্ক রটিল !

রাম। জননি !

কৌশল্যা। জ্ঞানবান তুমি পুত্র ! সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়নিষ্ঠ, বিচারক, পৃথিবীর রাজা—
পুণ্যবতী, পতিপ্রাণা, সতী রমণীর বনবাস,

যদি রাম বিধান তোমার—
সত্যই বুঝিব তবে,
ধরণীতে ধর্ম্ম আর নাই—
সত্য পরিণত হ'য়েছে মিথ্যায়—
প্রেম নাই, স্নেহ নাই—
দয়া কৃতজ্ঞতা নাই—
সৃষ্টি বুঝি প্রলয়কবলে !

রাম। মা—মা, জননী আমার—
সর্ব্ব দুঃখ সহিতে প্রস্তুত রাম—
তুমি যদি দয়া কর দেবি !
মাতা, সহস্র হৃদয়হীন নরনারী সম—
তুমিও জননী বাহিরের কার্য্য শুধু করিবে বিচার—
দেখিবে না অন্তর আমার ?
নিজ হস্তে চিতা রচি'
আপন জীবন আমি বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছি,
এ কথা কি তোমাকেও বুঝাইতে হবে ?
"সীতানির্ব্বাসন"—তুমিও বলিবে মাতা
"নারীনির্যাতন" ? তবে দুঃখ জানাব কাহায় ?
কর্ম্মক্লান্ত দিবসান্তে নিভৃত নিশীথে
কার পায়ে মাথা রাখি,
জীবনের অভিশাপ বহন করিব ?

কৌশল্যা। রাম—রাম ! তোর অনিচ্ছায় তবে সীতানির্ব্বাসন ?
কি হ'য়েছে আমারে সকল কথা বল্,
দেখি, আমি যদি উপায় করিতে পারি।

রাম। নিরুপায়—নিরুপায় মাতা—
কিছুই উপায় নাই আর !
পণে বদ্ধ, সত্যের সেবক,
সূর্য্যবংশধর—
পণরক্ষা বিনা
অন্য কিবা গতি আর মাতা ?
করিয়াছি সত্যপণ—
সত্যের শৃঙ্খলে হস্তপদ আবদ্ধ আমার।

কৌশল্যা। রাম,
করিয়াছ সত্যপণ ?
ভগবান,
একি ঘোর পরীক্ষায় ফেলিয়াছ রামচন্দ্রে মোর ?
একদিকে সত্যভঙ্গ,
অন্যথায় সীতানির্ব্বাসন—
একদিকে বংশমান,
অন্য দিকে জীবন-অধিক—
রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব,
রক্ষা কর রামভদ্রে মোর !

রাম। জননি,
সূর্য্যবংশ-বধূ তুমি
দশরথ-রাজার মহিষী—
তুমি জান এ বংশের প্রথা !

কৌশল্যা। জানি রাম—
ক্ষত্রিয়নন্দন—সূর্য্য-বংশধর—

সত্যরক্ষা অবশ্য করিতে হবে।
তবু কাঁদে প্রাণ, তাই কহিতেছি—
রাজবধূ—রাজার তনয়া—
গর্ভে তার রঘু-বংশধর—
নির্ব্বাসন-যোগ্যকাল এই কি রাঘব ?

রাম। মাতা, নিয়তি-প্রেরিত বিধি—
আকাশের বজ্রের মতন—
কখন্ মস্তকে পড়ে কার,
কালাকাল করে না বিচার !

কোশল্যা।তাই বটে—সত্যই এ বজ্র বিধাতার—
হেন বজ্র পড়িল এ রাজগৃহে !
রাজলক্ষ্মী রাজ্য ছাড়ি যায় বনবাস,
গৃহলক্ষ্মী হল গৃহহারা !
অমঙ্গল চারিদিকে,
কি কুক্ষণে পোহাইল আজিকার রাতি !
রাম—রাম,
ওই বুঝি আসিছে জানকী—
প্রফুল্ল-কমলসমা
সদা হাস্যময়ী মা আমার !
অভাগিনী আপন অদৃষ্ট-লিপি জানেনা এখনো !
যাই অন্তরালে, মুখ তারে দেখাতে নারিব।

[প্রস্থান

রাম। বিড়ম্বনা—
বিড়ম্বনা সত্যের সাধনা !

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। আর্য্যপুত্র, তুমি নাকি আমারে দিয়াছ নির্ব্বাসন ?—
উর্ম্মিলার মুখে শুনিলাম সমাচার,
অবোধ বালিকা,
লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে না পারি,
অশ্রুজলে ধৌত করি মোর কলেবর
কত কথা কহিলা আমায় !
একি !
আর্য্যপুত্র, মোরে সম্ভাষণ নাহি কর ?
কি হ'য়েছে প্রাণেশ্বর, প্রভু ?
একি !—কহিছ না কথা ?
সত্য বল, কি হ'য়েছে ?
বুঝিতেছি উর্ম্মিলার অশ্রু মিথ্যা নহে।
কথা কও প্রাণেশ্বর,
সত্য আর গোপন ক'রোনা মোরে।

রাম। সীতা—সীতা, প্রাণেশ্বরি !

সীতা। বল নাথ বল—
শুনিব মুখের কথা তব !
বল, "সীতা ! তোমারে চাহিনা আর—
তুমি যাও দূর বনবাসে"—
হাসিমুখে এখনি যাইব।

রাম। প্রিয়ে ক্ষমাযোগ্য নহে অপরাধ—
তবু ক্ষমা চাহিতেছি—
দেবী তুমি, ক্ষমা করিবে না ?

শোন প্রিয়ে, কহি সত্য কথা,
রূঢ় সত্য, অতীব কঠোর !
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠবিষসম এই হলাহল
আকণ্ঠ করেছি পান !
অতি তীব্র বিষবহ্নি—
জ্বালায় তাহার মর্ম্ম মোর দহে নিরন্তর—
তবু বিষ উদ্গীরিতে নারি।
নাহি জানি
কি কুক্ষণে এই পাপ রসনা আমার—
ঋষির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,
"হ'লে প্রয়োজন—
প্রজানুরঞ্জন তরে
জানকীরে দিব বিসর্জ্জন !"
ক্ষুদ্র মানবের পণ শুনি
বুঝি অন্তরীক্ষে বসি'
নিয়তি হাসিয়াছিল বিদ্রূপের হাসি !

সীতা। নাথ,
বুঝিলাম সব।
কালচক্র নিয়ত ঘুরিছে—
সেই চক্রে নিপতিত আমি !
তোমার কিছুই দোষ নাই।
আমি কি জানিনে নাথ !
কত তুমি ভালবাস দাসীরে তোমার ?
আমি সহধর্ম্মিণী তোমার—

ধর্ম্মকার্য্যে সত্যের পালনে,
কভু বাধা নাহি হব।

রাম। সীতা, সীতা—প্রাণেশ্বরি !

সীতা। দেবতা আমার—
প্রভু—রাজরাজেশ্বর !
তুমি দণ্ড দিয়াছ দাসীরে,
নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিনু দণ্ডাদেশ।
প্রেম, ঘৃণা, কৃপা, অকরুণা—
তোমার সকলি প্রিয়, ওগো প্রিয়তম !
লক্ষ্মণ,

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

এখনি প্রস্তুত রাখ রথ—
এই দণ্ডে বনে যাব আমি।

লক্ষ্মণ। যথা আজ্ঞা দেবি।

[প্রস্থান

সীতা। প্রাণনাথ,
যাই তবে দেহ পদধূলি !

(রাম অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন)

প্রাণেশ্বর,
কহিবে না কথা বিদায়ের কালে ?
তোমার বিদায়-বাণী
অবশিষ্ট জীবনের পাথেয় আমার
বঞ্চনা ক'রনা তায় !

রাম। সীতা, প্রাণেশ্বরি,
হে বরেণ্য সবিতা দেবতা,
তুমি সাক্ষী,
তুমি জান মোর অপরাধ।
বিনা দোষে, রূঢ় অবিচারে,
হৃদয়ের ধন
বনে দিই ডালি—
তুমি রক্ষা ক'র দেব—তব কুলবধূ।

(লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ)

লক্ষ্মণ। প্রস্তুত রথ দেবি!
রাজ-মাতৃগণ—পুরনারীগণ—ফেলে অশ্রুজল
বিদায়ের মৌন আয়োজনে!

সীতা। হে অযোধ্যা, হে সরযু, জীবনসঙ্গিনী মোর—
মনে রেখো—
অযোগ্যা বান্ধবী।

রাম। সীতা!

সীতা। নাথ!

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজোদ্যান—অদূরে সরযূ

(বন্দীর গান)

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে,
লক্ষ্মীহীন এ শূন্য-পুরী প্রাণ যে কেমন করে !
    কোথায় আলো, কোথায় আলো,
    আকাশ ধরা কালোয় কালো,
ফিরবো না আর প্রাণ-কাঁদানো মা-হারানো ঘরে !
হায় সরযূর সজল সুরে শোকের গীতা গো,
ডাক্‌ছে যেন করুণ তানে কোথায় সীতা গো—
    কোথায় সীতা কোথায় সীতা !
    জ্ব'লছে বুকে স্মৃতির চিতা—
কাজ্‌লা রাতের বেদন-বাঁশী বাজছে করুণ স্বরে ।

[প্রস্থান

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম । অভিশপ্তা রাজপুরী
চির-অন্ধকার রাত্রি দিয়ে ঘেরা ?
বিহঙ্গের নাহি কল-গান—
কারো মুখে নাহি হাস্যরেখা—
সৌধ-চূড়ে নাহি উড়ে মঙ্গল-পতাকা,—

মরণের শীতকর পরশনে যেন
থেমে গেছে জীবন-প্রবাহ !

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

মন্ত্রী। মহারাজ,
রাজ্যে অনাবৃষ্টি দীর্ঘকাল ধরি,
প্রজা কাঁদিতেছে দীর্ণ হাহাকারে !

রাম। বিধির নির্ব্বন্ধ মন্ত্রি !
বুঝিতে না পারি—
নৃপতির কর্ত্তব্য কি আছে ইথে !
যাও,—
জলাশয়-প্রতিষ্ঠার তরে
রাজকোষ হ'তে অকাতরে
অর্থ কর দান !

মন্ত্রী। যথা-আজ্ঞা মহারাজ !
এই দণ্ডে রাজাদেশ দিব জানাইয়া জনে জনে !—

রাম। শুষ্ক রাজকার্য্য, নীরস কর্ত্তব্য,
নিশিদিন এ কঠোর আত্মপ্রবঞ্চনা
আর বুঝি পারি না সহিতে !
যক্ষ্মারোগগ্রস্ত-সম
বিন্দু বিন্দু করি
প্রতিদিন নিয়মিতভাবে
অলস মরণ-রস পান।
রাজসভা তিক্ত মনে হ'ল—

আসিলাম উপবনে,—
উপবন তিক্ততর হেরি !

(সচিবের প্রবেশ)

সচিব। মহারাজ !
দাক্ষিণাত্য হ'তে এসেছে সংবাদ—
দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস সারাদেশ গ্রাস করিয়াছে ;
গৃহহীন প্রজা—
নৃপতির অভয় চরণে মাগিছে আশ্রয়।

রাম। রাজভাণ্ডারের অর্থে
বহু স্থানে অন্নসত্র হোক প্রতিষ্ঠিত।
মুক্ত কর রাজগৃহ, রাজার ভাণ্ডার,
খাদ্য দাও বুভুক্ষিত জনে।

সচিব। আজ্ঞামত কার্য্য প্রভু, অচিরে হইবে।

[প্রস্থান

রাম। প্রজানুরঞ্জন—প্রজানুরঞ্জন—
বিসর্জ্জন দিনু সীতা প্রজানুরঞ্জনে—
প্রজাদের মনস্তুষ্টি করিনু বিধান,—
কিন্তু তাহে কি ফল ফলিল ?
প্রজারক্ষা কেমনে হইবে ?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ,
বিপ্র এক—
ছন্নমতি মনে হেন লয়—
রাজদরশন যাচে।

রাম। ল'য়ে এস ত্বরা।

প্রতিহারী। পাছে বিশ্রামের ঘটে অন্তরায়—

রাম। ঘটিবে না—যাও!

[প্রতিহারীর প্রস্থান

বিশ্রামের নাহি প্রয়োজন!—
গৃহধর্ম্ম দিছি বিসর্জ্জন শুষ্ক রাজকার্য্যে!

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। রাজা! আমার সাত বৎসরের পুত্র মরেছে!—রাজা রামচন্দ্র, তোমার রাজ্যে অকাল-মরণ! সূর্য্যবংশে কোন রাজার রাজত্বকালে অকাল-মরণ হয়নি—তোমার রাজত্বে হয় কেন রাজা? আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী!

রাম। ব্রাহ্মণ,
প্রজার মঙ্গল-তরে
নিজ হস্তে আপনার হৃদয় ছিঁড়েছি!
তার পুরস্কার—

ব্রাহ্মণ। রাজা! যদি রাজ্যে অকাল-মৃত্যু নিবারণ ক'রতে না পার, তবে কেন সিংহাসনে ব'সেছ? এই তোমার প্রজানুরঞ্জন? শুধু পত্নীত্যাগ ক'রে লোকের সুখ্যাতি নিলেই প্রজানুরঞ্জন হয় না, প্রজানুরঞ্জন কঠোর সাধনা। খুঁজে দেখ রাজা, হয় তুমি মহাপাপ ক'রেছ, না হয় তোমার রাজ্যে কোন মহাপাপ হ'চ্ছে; তারই ফলে আমার এই সর্ব্বনাশ, এই অকাল-মরণ!

রাম। হে ব্রাহ্মণ, ক্ষম অপরাধ
আতিথ্য গ্রহণ কর মোর।
পরে শাস্ত্রমত করিব বিচার
কেন এই অকাল-মরণ।

ব্রাহ্মণ। না—না, আমি তোমার মত অনাচার রাজার আতিথ্য গ্রহণ ক'রব না!

[প্রস্থান

রাম। সত্য কথা ব'লেছ ব্রাহ্মণ,
আমি নিজে মহাপাপী!
বিনা দোষে সতী নারী দিছি নির্ব্বাসন
উন্মাদের মত আপন মঙ্গল আমি দলিয়াছি পায়ে।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। রাম!

রাম। গুরুদেব,
এ আমার মহাপাপ
রাজ্যে অমঙ্গল, মরিল ব্রাহ্মণ-শিশু!
বল দেব, প্রায়শ্চিত্ত কিবা?
তুষানলে হেয় প্রাণ দিব বিসর্জ্জন
অমঙ্গল নাশিতে যদ্যপি নারি!

বশিষ্ঠ। কেন বৎস, কষ্ট পাও বৃথা মনস্তাপে?
নহ তুমি পাপাচার কভু!
কর্ত্তব্য-পথের পান্থ, সত্যের সেবক!
পাপ তোমা স্পর্শিতে না পারে!
গোদাবরী-তীরবাসী ঋষি কয়জন।
নিবেদন করেছেন মোরে,

আমি জানি
কিবা হেতু রাজ্যে এই অকাল মরণ।
শম্বুক নামেতে শূদ্র
স্বধর্ম্ম তেয়াগি হইয়াছে তপাচারী,
ব্রাহ্মণের যাগধর্ম্ম ক'রেছে গ্রহণ
দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি,
ভূমি শস্যহীনা অকাল-মরণ
সেই হেতু।
দণ্ডক-অরণ্যমাঝে সঙ্গোপনে করিতেছে যাগ
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্রোহী,
ভাঙ্গিয়াছে সমাজ-শৃঙ্খলা—
দণ্ডযোগ্য নিতান্তই।
যাও রাজা, দণ্ড দাও তারে—
দূরে যাবে সর্ব্ব অমঙ্গল।

রাম। বুঝিতে না পারি কি হেতু শম্বুক দোষী!
করে মাত্র যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম আচরণ
নিজ রুচি-অনুসারে!
যদি তাহে পাপ কভু হয়,
ফল তার সেইতো ভুঞ্জিবে
মৃত্যু-অন্তে কিম্বা ইহকালে।
এই হেতু কেন বা মরিবে ব্রাহ্মণ-কুমার।
মনে হয়,
যুক্তিহীন অনুমান তব মুনিবর!
নির্দ্দোষীর বুকে অস্ত্র

আর আমি হানিতে নারিব।
বরঞ্চ, আমার পাপে মরিয়াছে শিশু,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করিব।

বশিষ্ঠ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকথা বুঝাইব তোমা।
বুদ্ধিমান্ তুমি রঘুবর,
শাস্ত্রমর্ম্ম অবশ্য বুঝিবে,
আর্য্য ঋষিদের বিধি নহে অনুদার।
সমাজনিয়মভঙ্গকারী
ধর্ম্মদ্রোহী শম্বুকের অপরাধ
যদি দণ্ডযোগ্য মনে কর,
তখন তাহারে দণ্ড দিও!

রাম। ভাল, দেব, শম্বুকে বধিব
যদি বুঝি
সত্য অপরাধী।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ,
যমুনার তীরবাসী ঋষিগণ,
লবণ-রাক্ষস-ভয়ে
নৃপতির শরণ মাগিছে!

রাম। যাও, শত্রুঘ্নে আহ্বান কর
অবিলম্বে রাজ-সভামাঝে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

গুরুদেব,
লবণ-সংহার-হেতু শত্রুঘ্নে পাঠাব!
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকথা শুনিব পশ্চাতে।

[একদিকে প্রতিহারী এবং অন্যদিকে বশিষ্ঠ ও রামের প্রস্থান।

(লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। এস নাথ,
বস এই শিলাতলে,
বলিয়াছ বহুবার—বল পুনরায়
শুনিতে লালসা জাগে মনে—
বল সেই পূত-স্মৃতি—
পুণ্যবতী জানকীর কথা।

লক্ষ্মণ। জানকীর কথা প্রিয়ে,
কব আজীবন—অন্যকথা
চিন্তা না করিব।
সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে প্রাতে
'সীতা' নাম করি উচ্চারণ—
দেবী আর নাই,
তাই প্রিয়ে নাম করি পূজা।
অন্তর্গূঢ়বাষ্পাকুলা দেবী
রথ হ'তে নামি
গঙ্গাজলে করিলেন স্নান।
কহিলেন মোরে, "লক্ষ্মণ, ফিরিয়া
তুমি যাও অযোধ্যায়—বলিও শ্রীরামে
দুঃখ যেন না করেন রঘুনাথ—
পতিসত্য রক্ষা হেতু
স্বেচ্ছায় পশেছি বনে।
গর্ভে মোর রঘুবংশধর—
দেহরক্ষা অবশ্য করিব।"

উর্ম্মিলা। নাথ,
বুঝিতে না পারি,
সতী কেন এত দুঃখ সহে ?
হেন তীব্র শেল, আজীবন
কেন তাঁর বুকে,
জন্ম যাঁর জগৎ-পাবন-হেতু !
দেখিয়াছ প্রভু,
কৃষ্ণবর্ণ ঘনঘোর মেঘ একখান
আসি ঘেরিয়াছে অযোধ্যার
স্বচ্ছ নীলাকাশ—যেই দিন হ'তে
দেবী নির্ব্বাসিতা ?
অযোধ্যার সুখরবি, বুঝি নাথ,
গেছে অস্তাচলে।

লক্ষ্মণ। তাই বুঝি হবে প্রিয়ে—
হেন মনে লয়,
শঙ্কা তব নহে অমূলক।
নিত্য শুনি রোদনের ধ্বনি
নীরব নিশীথে—
নিশীথিনী নিজে নিদ্রাতুরা যবে।
কোথা হ'তে উঠে ধ্বনি— কোথায় মিশায়,
কিছুই বুঝিতে নারি !
নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখি,—
কালপুরুষের প্রায়—অতিদীর্ঘ,
শালতরু-সম

এক পুরুষপ্রবর—
আসি রঘুনাথ-পাশে, কহিছেন তাঁরে,—
পণে বদ্ধ, লক্ষ্মণে ত্যজিতে হবে।
সীতারাম-হারা হ'য়ে,
জীবনের ভার আর না বহিতে পারি
যেন প্রিয়ে, ঝাঁপ দিনু সরযূ-সলিলে !

উর্ম্মিলা। নাথ—নাথ,
হেন কথা নাহি বল !—

(লক্ষ্মণের বুকে লগ্ন হইলেন)

লক্ষ্মণ। সত্য ইহা নহে—স্বপ্নমাত্র,
কিন্তু প্রিয়ে !
নিত্য রজনীতে হেন স্বপ্ন দেখি— [অদূরে রাম

(নেপথ্যে রাম) সৌমিত্রি !

উর্ম্মিলা। নাথ, রঘুপতি নিজে,
অন্তরালে যাই আমি !

[প্রস্থান

রামের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কি আদেশ রঘুবর ?

রাম। লক্ষ্মণ, তুমি ছাড়িবে না মোরে ?

লক্ষ্মণ। হেন কথা কেন কহ দেব ?

রাম। সীতারে দিয়াছি বিসর্জ্জন,
ভরত গিয়াছে ছাড়ি
অভিমানভরে !
লক্ষ্মণ, সদা মনে ভয় হয় ভাই,
তোরে বুঝি কখন্ হারাই,

পলকের অদর্শন সহিতে না পারি।
কৈশোর যৌবন গেছে,
সুখনিশি চির-অবসান—
নির্ম্মম নিয়তি যেন হাসে অন্তরালে
রে লক্ষ্মণ,
তুই মোর জীবনের অন্তিম সম্বল,—
রিক্ত আমি,
আমার কিছুই আর নাই।

লক্ষ্মণ। রঘুবর,
আমি চিরদিন সেবক তোমার।

রাম। রাজকার্য্যে
দণ্ডক-অরণ্যে আমি যাব পুনরায়
লক্ষ্মণ, আমার সাথে চল্।
যৌবনের প্রথম আহ্বান, সেই বনে
জনক-তনয়া সাথে
শুনেছিনু নদীকলতানে
তরুর মর্ম্মর-গানে,
ময়ুর-ময়ূরী সনে নাচিত জানকী,
খেলিত হরিণ-শিশু আনিয়া আশ্রমে,
বিহঙ্গেরে শিখাত কাকলী,
নির্ঝরিণী ঝর ঝর ধ্বনি
বহিত কুটির পাশে,
তিনজনে তীরে বসি
শুনিতাম তটিনীর গান—

চিত্র দেখি ইচ্ছা জেগেছিল মনে,
হয়নি সুযোগ—
সুযোগ আগত এবে,
চল ভাই যাইব দণ্ডকে।

লক্ষ্মণ। প্রভু,
গোদাবরী-নীরে,
জনক-তনয়া-স্নান-পুণ্যোদক হেতু
হয়েছে নূতন তীর্থ
"সীতাতীর্থ" নামে।
সেই তীর্থে করি স্নান
জীবনের দুঃখ-গ্লানি ধৌত করি লব।

রাম। সীতাতীর্থ, সীতাতীর্থ!
রে লক্ষ্মণ,
সমগ্র দণ্ডক-বন সীতাতীর্থ
আজি মোর কাছে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দণ্ডক বনের একাংশ

(একদল লোক প্রবেশ করিল)

১ম লোক। চল, চল, শীঘ্র চল, আজ শূদ্ররাজ—
শম্বুকের যজ্ঞে
পূর্ণাহুতি,—আমাকে ঋত্বিকের কাজ করতে হবে।

২য় লোক। তুমি করবে ঋত্বিকের কাজ ? বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখতে হবে। বলি, মানেটা না হয় নাই জিজ্ঞাসা করলাম, ঋত্বিক শব্দটা একবার বানান করতো বাপু! যেমন তোমার শূদ্ররাজ শম্বুক, তেমনি তোমরা এক একটি তাঁর চেলা জুটেছ! দেশটা জ্বালিয়ে না দিয়ে আর ছাড়লে না দেখছি!

৩য় লোক। আরে, তুমি তো ওকথা বলবেই ঠাকুর, বামুন কিনা ?— অমন স্বার্থপর জাত আর হয় না, তা, শোন ঠাকুর! শম্বুক আর যাই হোক, লেখাপড়াটা সত্যি-সত্যিই শিখেছিল। তোমার মত পণ্ডিতকেও সে দশ বছর বেদ পড়াতে পারে।

১ম-লোক। না, তোমরা ক্রমে ঝগড়া বাধাবে দেখছি। আমি আর দেরী করতে পারিনে, আমাকে ঋত্বিকের কাজ করতে হবে!—

[সকলের প্রস্থান

বনলক্ষ্মীগণের আনন্দ-গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে—

কে এল, ওরে কে এল, কে এলরে বন-মাঝে
বন সাজিল, সাজিল, সাজিল রে
হরষ-পরশে তার হাসে বসন্ত,
পুষ্প-পাগল হ'লো বন-বনান্ত,
লীলায়িত চঞ্চল, শ্যামলিত অঞ্চল
যৌবন-হিল্লোলে গঞ্জিত লাজে।

মরমের মরমে জাগিল আনন্দ
সঙ্গীতে বাজিল নন্দিত ছন্দ,
কুঞ্জের পিঞ্জরে, ভৃঙ্গেরা গুঞ্জরে
মঞ্জু পবনে কোন্ বীণা বাজে।

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। ওগো পঞ্চবটী,
ওগো মোর যৌবনের নিকুঞ্জ-ভবন,
লক্ষ-শত-স্মৃতি-বিজড়িত
চিরপ্রিয়—ওগো বনভূমি !
অভিশপ্ত এ জীবনে
একদিন আছিল যে পরিপূর্ণ সুখ,
বিস্মৃতির চিররুদ্ধ দ্বার খুলি তুমি,
সেই কথা আজ মোরে করালে স্মরণ
সুখ গেছে, শান্তি গেছে,
তুমি শুধু আছ নিদর্শন !

লক্ষ্মণ। রঘুনাথ,
যে সুখ কখনো ফিরে
পাব না জীবনে আর—
তার তরে হৃদয় ভরিয়া উঠে মোর !

রাম। রে লক্ষ্মণ, এই পঞ্চবটী,
পুণ্যবারি গোদাবরী-ধৌত
এই রম্য বনস্থল
জনকতনয়া-পূত-চরণপরশে

মহাতীর্থে পরিণত আজি।
এ ভূমির প্রতি ধূলিকণা
বড় প্রিয়, বড় প্রিয় মোর,—
মিশে আছে এর সাথে
বৈদেহীর পুণ্য পদরেণু!
এস ভাই, সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি'
জুড়াইব জ্বালা!

(অঙ্গে মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেন)

লক্ষ্মণ। হে রাঘব,
ওই যে প্রস্রবণ-গিরি, আছে
দাঁড়াইয়া অভ্রভেদী গর্ব্বোন্নত শির!
নিম্নে তার বহে গোদাবরী
নিরন্তর ঝরঝর-ধারে ;—
প্রভু, হোথা আছে চির-আকাঙ্ক্ষিত—
"সীতাতীর্থ" মোর। চল সেথা
যাই রঘুবর!

রাম। চল প্রিয়ানুজ,
ওই গোদাবরী,—
সীতার হরণ দুঃখ-কাহিনী সে জানে।
দুর্ম্মতি রাবণ যবে হরিল জানকী
সাশ্রুনেত্রে দুই ভাই,
এ নদীর দুই তীর করেছিনু
অন্বেষণ। এবে আর নাহি দশানন ;

আপনি আপন বৈরী !
কত সাধনার ধন, বিসর্জ্জন
দিনু অনায়াসে ।

লক্ষ্মণ । রঘুবর !
নীরস কর্ত্তব্য এক
এখনো রয়েছে বাকী ।
গুরুতর কার্য্য—যার লাগি
দণ্ডকে এসেছ ।

রাম । সত্য—সত্য, তপাচারী শূদ্রমুনি
শম্বুকের প্রাণদণ্ড বিধান
করিতে হবে । অতীব অপ্রিয় কার্য্য—
তবু তাহা সাধিতে হইবে
প্রজার মঙ্গল হেতু !
যৌবনের প্রিয় সাথী হেরি' রাজ্য,
রাজসিংহাসন, শুষ্ক বর্ত্তমান—
সকলি ভুলিয়াছিনু—এতক্ষণ,
রে লক্ষ্মণ, ছিনু আমি
মোর যৌবনের সেই কল্পনার
সুখস্বর্গলোকে । শুষ্ক সত্য
কঠিন আঘাতে ভাঙ্গিল সে কল্পলোক,—
নেমে এনু পুনঃ মৃত্তিকায় ।
চল ভাই, শম্বুকের যজ্ঞস্থলে
করিব গমন ।

উভয়ের প্রস্থান

পট-পরিবর্ত্তন

দণ্ডকারণ্যের অপরাংশ

(শূদ্ররাজ শম্বুকের যজ্ঞস্থল)

শূদ্র-ঋত্বিকগণ ও শূদ্রাণীগণ

(শম্বুক ও তুঙ্গভদ্রার প্রবেশ)

শম্বুক। অভিনব যাগ মোর—
আজ সাঙ্গ হ'ল এতদিনে।
শূদ্র-অনুষ্ঠিত যাগ,
ব্রাহ্মণের সমাগম নাই একেবারে !
শূদ্র হোতা, শূদ্র সে উদ্গাতা—
সকল ঋত্বিক শূদ্র !
আর্য্যাবর্ত্তে, দাক্ষিণাত্যে হেন যজ্ঞ
কেহ করে নাই কভু।
শম্বুকের আবিষ্কার এ নব-বিধান—
দেখা যাক্ কিবা ফল ফলে !

(বেদগান)

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়

শোন শোন সুরলোকবাসী,
অমৃতের যে আছ সন্তান !
জানিয়াছি সেই অবিনাশী
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রধান,

তপন-বরণ যিনি, আঁধারের পারে তিনি,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়—
নিস্তার-লাভের আর নাহিরে উপায় ॥

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ।
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

নিত্য যিনি রয়েছেন আপনাতে করি ভর
জান তাঁরে, জানিবার কি আছে তাঁহার পর ?
যাঁহারে পাইয়া জ্ঞানপরিতৃপ্ত ঋষিগণ
কৃতার্থ, বিগতরাগ, নির্লিপ্ত প্রশান্ত মন।
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় !
নিস্তার-লাভের আর নাহিরে উপায় ॥

শম্বুক। অগ্নিদেব,
পূর্ণাহুতি করহ গ্রহণ।
স্বর্ণবর্ণ তেজোময় যজ্ঞানলে

পুনঃ ঘৃতাহুতি করি দান—
বিভাবসু !
প্রজ্বলিত হও দেব, শতগুণ তেজে।
যজ্ঞফলে অনায়াসে
পাই যেন যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত গতি।
অন্য কাম্য কিছু মোর নাই—

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

শম্বুক। উজলিয়া দশদিশি
রূপের আভায়,
শ্যামরূপে কে এলো রে বনে,—
মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞফল
নয়ন সম্মুখে মোর,
যেন মনে হয়, হেন অপূর্ব্ব মূরতি
নয়নে হেরিব বলি,
আজীবন করিয়াছি তপ !

[শম্বুক অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের দুইজনকে অভ্যর্থনা করিলেন।
লক্ষ্মণ একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

রাম। শূদ্ররাজ,
আমারে চিনিতে পার ?

শম্বুক। তুমি মম ইষ্টমূর্ত্তি !
ধ্যানযোগে তোমারে হেরেছি।
হেন নব দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ,
নয়ন মুদিলে নিত্য আমি
দেখিবারে পাই।

রাম। নহি আমি ইষ্টমূর্ত্তি দেবতা কাহার,
ধ্যানযোগে নরহৃদে করিনা বসতি।
নিতান্ত মানব আমি,
মৃত্তিকানির্ম্মিত মোর কায়া।

শম্বুক। না, না, কহি আমি সত্য কথা,
হেন শ্যামরূপ,—
রহ স্থির, দেখি মিলাইয়া।

(চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিয়া পরে চক্ষু খুলিয়া

এই মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তি!
এক রূপ অন্তরে বাহিরে!
কে তুমি, কে তুমি,—
দেহ সত্য পরিচয়।

রাম। নহি ইষ্টদেব,
সম্রাট্ তোমার আমি।
শুনিয়াছ রামনাম?

শম্বুক। শুনিয়াছি বহুবার।
প্রথম যৌবনে রামনাম জপিয়াছি
নিশিদিন ধরি।
পিতৃ-সত্যরক্ষা তরে
যেইদিন গিয়াছিলে বনে,
সেই উন্মুখ যৌবনে তব,—
সত্যসত্য সত্যরক্ষা করিলে যে দিন,
সে দিন তোমার নাম জপমালা ছিল

কিন্তু রঘুপতি—যে দিন শুনিনু লোকনিন্দাভয়ে
সতী নারী, ছায়াসম জীবনসঙ্গিনী যিনি তব—
ভ্রান্ত লোকাচার, প্রথামাত্র রক্ষাহেতু
বিনা দোষে দেছ বনবাস,
সেইদিন হ'তে ভাঙ্গিয়াছে সে স্বপন মোর !
একদিন দেবতা বলিয়া তোমা
ভ্রম ক'রেছিনু—আজ দেখিতেছি
ক্ষুদ্র নর তুমি—বিন্দুমাত্র দেবভাব
রঘুপতি, তোমার চরিত্রে আমি
দেখিতে না পাই। তথাপি রাঘব,
একমূর্ত্তি তুমি আর মম ইষ্টদেব ;
এ রহস্য বুঝিতে না পারি !

রাম। বুঝিবার নাহি প্রয়োজন—
শম্বুক, প্রস্তুত হও !
শমন তোমার আমি,
আসিয়াছি প্রাণদণ্ড দিতে।

শম্বুক। প্রাণদণ্ড !
সসাগরা-ধরণী-ঈশ্বর,
হেন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ
করিয়াছি আমি, মনেতো পড়ে না প্রভু !
কি তোমার অভিযোগ রাজা ?

রাম। ভাঙ্গিয়াছ সমাজশৃঙ্খলা,
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্রোহী তুমি,
অনাচারী, তব যাগ-যজ্ঞফলে

দাক্ষিণাত্যে হইয়াছে অনাবৃষ্টি—
মরিয়াছে ব্রাহ্মণকুমার,—

শম্বুক। ভূমি শস্যহীনা,
রাজ্যে অকাল-মরণ,
এ সকল মম অনাচারে—
ঠিক জান তুমি ?
হেন যুক্তিহীন বাণী
মুখে তুমি উচ্চারণ করিলে কেমনে ?
নরেশ্বর ! এই কিগো
ন্যায়নিষ্ঠা তব ?
কিংবা বুঝি জানকীরে
নির্ব্বাসিতা করি' ছন্নমতি তুমি,
সেই হেতু হেন কথা কহ।

রাম। শূদ্ররাজ !
বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি কোন প্রয়োজন।
বিচার হইয়া গেছে তব,
দণ্ড দিতে আসিয়াছি এবে।

শম্বুক। রাজদণ্ডে মরিতে বসেছি—
তবু রাম, হাসি পায়
শুনিয়া তোমার কথা !
দোষী নিজে জানিল না কিবা অভিযোগ,
বিচার হইয়া গেল তবু !
এ তো বড় অদ্ভুত বিচার !

দুঃখ হয়, তোমার এ অধঃপাত
নেহারি নয়নে—হে রাঘব !
যৌবনের সে প্রতিভা
এমনই কি নষ্ট হ'যে গেছে !—
কিছু তার নাই ?
যে সতীর তেজে ছিলে তেজস্বী রাঘব,
সেই সীতাহারা হ'য়ে
এ দুর্দ্দশা তব !

রাম। শম্বুক,
নহ তুমি বিচাবক মোর !
তোমার সহিত তর্ক আমি
করিতে না চাই।
যুক্তি মম আছে মোর মনে,
কিম্বা নাই—না থাকে যদ্যপি,
শাস্ত্রমর্ম্ম অনুসারে
প্রাণদণ্ড তব অপরাধে—
সেই দণ্ড লইতে হইবে !

[তুঙ্গভদ্রা অদূরে দাঁড়াইযা একমনে সকল কথা শুনিতেছিলেন,—
তিনি সম্মুখে আসিলেন]

রাম। কিরূপ মরণ চাহ তুমি ?
করিবে সমর শূদ্ররাজ ?
সৈন্য যদি থাকে তব—করহ আহ্বান,
দ্বৈরথ সমর যদি চাও,

তাতেও প্রস্তুত আমি !
বল শীঘ্র, কি তোমার অভিপ্রায় !

শম্বুক। কাজ নাই যুদ্ধে মহারাজ,
বীর তুমি, রাক্ষস-বিজয়ী,
তোমারে কে সমরে আঁটিবে ?
আর, যুদ্ধ কভু দণ্ড নয়,—
বলিয়াছ মোরে, দণ্ড দিতে
আসিয়াছ হেথা ! দাও দণ্ড, প্রাণদণ্ড—
আত্মসমর্পণ করিলাম বিচারক,
তোমার বিচার 'পরে !

তুঙ্গ। তুমি রাজা রামচন্দ্র
সত্যব্রত রঘুবংশধর ?
নাম, কীর্ত্তি, খ্যাতি তব
আশৈশব শুনিয়াছি—
মনে মনে করিয়াছি পূজা।
কিন্তু তব এ কোন্ বিধান,
বিনা দোষে স্বামীরে বধিতে চাও !

রাম। কল্যাণি,
স্বামী তব সমাজবিদ্রোহী,
অপরাধ কত গুরু তার
নারী তুমি বুঝিতে নারিবে।

তুঙ্গ। প্রভু, সত্য যদি দোষী তিনি,
ক্ষমা কর অপরাধ তাঁর—

সাশ্রুনেত্রে নারী আমি,
ক্ষমা চাহিতেছি ।
নৃপতির ভূষণ মার্জ্জনা—
এই ক্ষমাগুণে পৃথিবীর রাজ্য তাঁর
স্বর্গরাজ্যে হয় পরিণত !
ক্ষমা কর হে রাজেন্দ্র !

রাম । গুরুতর অপরাধ
পতির তোমার, হে কল্যাণি,
ক্ষমাযোগ্য নহে ।
শিক্ষায় তাঁহার দাক্ষিণাত্যে
শূদ্রজাতি কৃষিকার্য্য ছাড়িয়াছে,
ব্রাহ্মণের ব্রতধারী সবে ।
মহান্ অনিষ্টকারী সমাজবিপ্লব
এর ফল ।

শম্বুক । তুঙ্গভদ্রা,
করি নাই অপরাধ আমি,
ক্ষমা নাহি চাহ !
স্বজাতির সংস্কার করিয়াছি শুধু ;
দিয়াছি তাদের আমি সেই অধিকার,
বিপ্রজাতি বঞ্চনা করেছে যাহা ;—
মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থনীতি তুচ্ছ করি,
মানিয়াছি ঈশ্বরের বিধি ।
দাও প্রাণদণ্ড রঘুনাথ,
অকারণ কালক্ষেপ কি হেতু করিছ ?

[শম্বুক গর্ব্বোন্নত বুকে দাঁড়াইলেন, রামচন্দ্র কটিদেশ হইতে তরবারি খুলিলেন ; তুঙ্গভদ্রা দুইজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন ।]

তুঙ্গ । নিষ্ঠুর রাঘব !
তার আগে মোর লহ প্রাণ,
বন্য হরিণীর বুক বিনা দোষে
যেমন বিঁধিয়া থাক !
মৌন কেন নরপতি ?
কেন কর কুঞ্চিত ললাট ?
হান অস্ত্র মোর বুকে ;—
নারীবধে কৃতিত্ব তোমার রঘুনাথ !
পতিব্রতা সতী নারী বনে দেছ ডালি,
হানিয়াছ তীব্র শেল তারার হৃদয়ে,
লক্ষ রক্ষঃবধূ-বুকে জ্বেলে দেছ'
শ্মশান-অনল !
এ বক্ষ চিরিয়া ফেল তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে,
ত্রিভুবন যশোগাথা গাহিবে তোমার !

রাম । বিভ্রাট ঘটাল নারী,
লক্ষ্মণ, রমণীরে রেখে এস' অন্য কোন স্থানে !

[লক্ষ্মণ অগ্রসর হইলেন]

তুঙ্গ । কার সাধ্য ল'য়ে যাবে
স্থানান্তরে মোরে ।
যদি রাম মারিবে না মোরে,
বধ কর স্বামীরে আমার !

সতীর সম্মুখে কর পতির বিনাশ,—
দেখিব রাঘব,
কি পাষাণে বেঁধেছ হৃদয় !

রাম। ভদ্রে, সত্যসত্য বাঁধিয়াছি
পাষাণে হৃদয় !
কঠিন পাষাণপ্রাণে
বাজেনাক ব্যথা !
সত্য হেতু জানকীরে দিছি বিসর্জ্জন ;
সত্য হেতু শম্বুক মরিবে।

শম্বুক। নহে—নহে—কভু নহে রঘুনাথ ;
সত্য গেছে ছাড়ি বহুদিন !
প্রথম যৌবনে তুমি
রেখেছিলে সত্যের সম্মান,
গুহক চণ্ডালে যবে দিয়াছিলে কোল ;
অনার্য্য বানরে—রক্ষঃ বিভীষণে
মিতা বলি ডেকেছিলে যবে—
সত্য ছিল সাথে সাথে তব।
শ্যামল কান্তারে নির্ঝরিণী-কলগানে
পেয়েছিলে সত্যের সন্ধান ;
নীলাকাশ হ'তে সত্য প'ড়েছিল ঝরি
সর্ব্ব অঙ্গে, যৌবনের প্রথম দিবসে
এই পঞ্চবটী বনে।
রাজধানী মাঝে, রাজসিংহাসনে বসি
সেই সত্য হারায়ে ফেলেছ তুমি—

বুঝি তায় এই জীবনে পাবেনাক' আর !
রাঘব, সত্যই অভাগা তুমি
তথাপি ও শ্যামমূর্ত্তি
ভালবাসি আমি।
হান অস্ত্র মোরে রঘুনাথ—
নয়ন মুদিয়া আমি শ্যামরূপ হেরি।

[রাম শম্বুকের বুকে তরবারি হানিলেন। সঙ্গে সঙ্গে
তুঙ্গভদ্রা মূর্চ্ছিতা হইলেন।]

তুঙ্গ। (মূর্চ্ছান্তে) প্রভু—প্রাণেশ্বর,
মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষপ্রবর !
মহাসত্য রক্ষা হেতু মরণেরে
করেছ বরণ ; বীরনারী আমি,
বিন্দুমাত্র দুঃখ করিব না ! স্বর্গলোকে—
অচিরে মিলিব নাথ, তোমার সহিত।
স্বামিহন্তা, নির্দ্দয় রাঘব !—
অভিশপ্ত জীবনে তোমার, মুহূর্ত্তের
শান্তি পাইবে না। তীব্র শোচনায়
তব দিন যাবে কেটে—কণ্টক-শয্যায়
শুয়ে কাটাইবে নিশি—নিদ্রা নাহি হবে,
তন্দ্রাযোগে ভয়ঙ্কর স্বপন দেখিবে,
সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী,
তোমার প্রাণের দুঃখ কেহ না বুঝিবে,
সম্মুখে দেখিবে সুখ, মরুভূমে

মরীচিকা সম—যেমন ধরিতে যাবে
বাতাসে মিশাবে। মৃত্যু হবে তীব্র
নিরাশায় ! হয়ত' বা নারায়ণ তুমি,
সতীর এ অভিশাপ তথাপি ফলিবে !

রাম। দেবি,
বহুমানে শিরঃ পাতি
লইলাম অভিপাশ-আশীর্ব্বাদ তব।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তমসার তীর। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম

[বনবালাগণ গান করিতেছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি লিখিতে রত]

রূপ-সায়রের দোদুল তালে আলোর কমল ফুটলো গো!
রঙের বাঁশী বাজিয়ে শোন আকাশ জেগে উঠলো গো—
পথহারানো সোনার হরিণ বনের মাঝে আন্‌লে কে?
মায়ায় ভরা চাউনি যে তার—মন গোপনে টান্‌লে রে—
সোনার মায়ায় রাতের হাতের কাজল-লতা টুট্‌লো গো!
মনের বনের সোনার হরিণ, মনের ভেতর আয়—
আমরা তোমায় বাসবো ভালো মন যে তোমায় চায়—
তোমার সাড়ায় বকুল-বনে ভোরের হাওয়া বইচে রে,
ঘুম পাড়িয়ে দুখের কাঁদন সুখের কথা কইচে রে,
তোর গলার মালা হবে ব'লে অশোক পলাশ ফুটলো গো।

(লবের প্রবেশ)

লব। মুনি! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।
মনে বড় সন্দ জাগিয়াছে!

বাল্মীকি। কি সন্দ ভাই!

লব। রামায়ণে পড়িয়াছি—
রামচন্দ্র রাজার বনিতা
সীতা, নির্ব্বাসিতা বিজন বিপিনে।

তুমি ডাক জননীরে সীতানামে।
রামায়ণ তোমার রচনা—
জনমদুখিনী সীতা কল্পনা তোমার
অথবা জননী মোর ?

বাল্মীকি। (স্বগত) কি বলিব বুঝিতে না পারি।

লব। মুনি,
নিরুত্তর কেন তুমি ?

বাল্মীকি। সীতা মানসী তনয়া মোর,
আমার স্নেহের সৃষ্টি,—বাস তার
মম কল্পনায়।
বড় ভালবাসি মোর মানসী কল্পনা,
তনয়ার নামে পরিচয় দিয়াছি
সে হেতু। এর চেয়ে প্রিয়তর নাম
আর মোর জানা নাই!

লব। তবে নহে সীতা জননী আমার ?

বাল্মীকি। তোমারি জননী সীতা।

লব। রামায়ণে যাঁর কথা আছে,
নন তিনি জননী আমার ?

বাল্মীকি। জননী হইলে তিনি সুখী যদি হও,
মনে কর, তিনিই জননী তব।

লব। দুই সীতা, দু'জনারে
প্রাণভ'রে ভালবাসি আমি।
নয়ন মুদিয়া আমি হেরি যেন সীতা,

নির্ব্বাসিতা অযোধ্যার প্রাসাদ হইতে।
সারি সারি পুরনারী ফেলে অশ্রুবারি,
অভিমানে ফিরায়ে প্রবাহ
সরযূ উজান ধায়—
ভাবিতে ভাবিতে আর দেখিতে দেখিতে—
দুই সীতা এক হ'য়ে যায় !—

(অদূরে অশ্ব দেখিয়া)

কি সুন্দর অশ্ব !

বাল্মীকি। কি দেখিছ লব ?

লব। অশ্ব !—আমি ধরিব উহারে।
আমারে ক'র না মানা।
বল, মানা করিবে না ?

বাল্মীকি। না—যাও, ধর অশ্ব পার যদি !

[লবের প্রস্থান

নিশ্চিন্ত রহিতে নারি আর—
বয়ঃপ্রাপ্ত কুশীলব
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
ক্ষত্রোচিত ধনুর্বিদ্যা—
করিয়াছে লাভ।
আজি জাগ্রত বাসনা হৃদে
জানিবারে পিতৃপরিচয় !

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। পিতা !

বাল্মীকি। এস, মা কল্যাণি !

সীতা। সমাপ্ত হ'য়েছে গ্রন্থ ?
বাল্মীকি। ভারতীর আশীর্ব্বাদে
হইয়াছে শেষ।
সীতা। জানকীর জীবলীলা
কেমনে সমাপ্ত হবে পিতা!
নিয়তির ভাবী চিত্রপট
দেখিতে বাসনা জাগে চিতে।
বাল্মীকি। জননী আমার,
হেন প্রশ্ন তুমি কর দেবি ?
ক্ষণস্থায়ী বিরহমিলন—
ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র জীবনের
ধারা, মোর রামসীতা প্রতি
ক'রো না আরোপ মাতা!
বাল্মীকির রামসীতা চির-অবিচ্ছেদ ;
অন্তরে অন্তরে চিরন্তন
মিলনের প্রবাহ বহিছে!
সীতা। পিতা,
বুঝিয়াছি নিয়তির নির্ম্মম ইঙ্গিত!

(যাইতে প্রস্তুত হইলেন)

বাল্মীকি। সত্যই জটিল প্রশ্ন
নিজে আমি বুঝিতে না পারি!
অন্তরে আমার,
রাম-সীতাবিরহের নির্ঝরিণী ধারা

প্রবাহিতা নিত্য নিরন্তর।
এ বিশ্বের পুঞ্জীভূত শোকের
করুণ কোমলতা — ছন্দে ছন্দে,
শ্লোকে শ্লোকে আকার লভিতে চায়,
মহৎ সে বিরহের ব্যথা
ক্ষুদ্র শান্ত মিলনেরে করি অতিক্রম
নাহি জানি চলিয়াছে
কোন্ সুদূরের পানে !
সীতা !

(সীতা ফিরিয়া আসিলেন)

সীতা। পিতা, ডাকিলেন মোরে ?
বাল্মীক। আমি অযোধ্যায় যাইতেছি।
সীতা। অযোধ্যায় !
[বাল্মীকি। দেখিব রাঘবে—মিলাইব
কল্পনার ছবি। বুঝিব কল্যাণি,
বাল্মীকির কাব্যকথা অলীক কল্পনা
কিংবা সত্যের মূরতি !
সীতা। পিতা,—আর এক প্রশ্ন মোর
মনে জাগিয়াছে,—
কে বসিবে রাঘবের সিংহাসনে ?
বাল্মীকি। সেই কথা জিজ্ঞাসিব রামে।
বলিয়াছি দেবি,
মম কল্পনার রাম
আর নরপতি রামে—

মিলায়ে দেখিব একবার।
আত্রেয়ী কোথায় ?

সীতা।　পাঠাভ্যাসে আছে রত
তমসার তীরে।

বাল্মীকি।　সীতা, শোন সত্য কথা।
রামচন্দ্র করিছেন অশ্বমেধ যাগ,
সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত আমি।
সেহেতু যাইব অযোধ্যায়।

সীতা।　জানি দেব,
অযোধ্যার রাজদূতে দেখিয়াছি !
যজ্ঞ-অশ্ব—তাও দেখিয়াছি মনে হয় ;
কাননে ফিরিতেছিল।
নব-রাজলক্ষ্মী করিয়া বরণ
কল্যাণ হউক অযোধ্যার,
প্রজাগণ সুখী হ'ক সবে।

বাল্মীকি।　নব-রাজলক্ষ্মী ?
বুঝিতে না পারি বাক্য তব !

সীতা।　পিতা, আছে যজ্ঞপ্রথা
বামভাগে বসাইতে হয় রাজরাণী।
নবপরিণীতা পত্নী রাঘবের
বসিবেন যজ্ঞস্থলে বামপার্শ্বে তাঁর।
নব রাজলক্ষ্মী সেহেতু কহিনু।

বাল্মীকি।　হে কল্যাণি, অতি দীর্ঘকাল
রামনাম, রামের চরিত্র-গাথা

ধ্যান করিয়াছি।
"নবপরিণীতা পত্নী রাঘবের"—
অসম্ভব কথা—বাল্মীকির কল্পনায়
কভু আসে নাই! নাহি যাহা
বাল্মীকির কল্পনায়, হেন কার্য্য
কভু করিবে না রাম। চিন্তা দূর
কর মাতা!

(আত্রেয়ীর প্রবেশ)

আত্রেয়ী। দেবি, দেবি!
সীতা। কেন মা আত্রেয়ী?

(আত্রেয়ী একান্তে জানকীর প্রতি)

আত্রেয়ী। কি সুন্দর অশ্ব ধরিয়াছে লব!
বাঁধিয়াছে তমসার তীরে।
এস, দেখাই তোমারে।
সীতা। অশ্ব! কোন্ অশ্ব?
যজ্ঞ-অশ্ব রাঘবের?
আত্রেয়ী। নাহি জানি মাতা—
আপনি দেখিবে চল।
বাল্মীকি। আত্রেয়ী, সাবধানে
থাকিও কাননে
লব-কুশ-জানকীর সাথে।
আমি যাইতেছি অযোধ্যায়।

[সীতা ও আত্রেয়ী বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন ;
বাল্মীকি যাইতে যাইতে—]

বিরহের স্বর্গলোক বাল্মীকি-হৃদয়,
সেথা মোর সীতা-রাম নিত্য করে বাস ;
দু'জনের মাঝে বহে নদী গোদাবরী—
দুই তীরে দাঁড়ায়ে দু'জন, ফেলে অশ্রু
শাশ্বত কালের তরে।
কে বলিবে—কত যুগ-যুগান্তরে
ঘুচিবে বিরহ !

[অপর দিক দিয়া প্রস্থান

(লব ও কুশের প্রবেশ)

কুশ। দেখিছ না, অশ্বভালে র'য়েছে
লিখন—অশ্বমেধ-যজ্ঞের বারতা ?
অবশ্য এ রাজ-অশ্ব।

লব। তাই যদি হয়,
ক্ষতি কিবা তাহে ?

কুশ। যুদ্ধ হবে,
ভেসে যাবে পুণ্য তপোবন
নর-রক্তস্রোতে !

লব। নিরুপায়।
আমি ধরিয়াছি অশ্ব,
কাপুরুষের প্রায় কিছুতেই
ছাড়িয়া না দিব।

কুশ। আপনি জননী যদি করেন বারণ,
তবু শুনিবে না ?

লব। মা আমার ক্ষত্রনারী !

কুশ। রাজশক্তি অস্বীকার করা
বিদ্রোহিতা—ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে।
জান, কার অশ্ব ধরিয়াছ ?

লব। কার ?

কুশ। রাঘবের,—
রামচন্দ্র নামে খ্যাত যিনি
পুণ্যগ্রন্থ রামায়ণে।

লব। সত্য, সত্য ?

কুশ। অশ্বভালে রহিয়াছে লেখা
কর নাই পাঠ ?
শুনেছিনু মুনির নিকটে
প্রজার মঙ্গল হেতু—
অশ্বমেধ করিছেন রাজা !
হেন পুণ্য কার্য্যে তুমি বাধা হবে ?

লব। অবশ্য হইব বাধা—
যজ্ঞকর্ত্তা রামচন্দ্র যদি।

(সীতার প্রবেশ)

লব। জননি ?
অতি শুভদিন আসিয়াছে
জীবনে আমার ;
রামচন্দ্র সনে যুদ্ধের সুযোগ

আসিয়াছে—এ জীবনে আসিবে না আর
আমারে আদেশ দাও মাতা !

সীতা। রামচন্দ্র সনে রণ ?

লব। হাঁ জননি,
রামচন্দ্র সনে রণ !
রামচন্দ্র, লক্ষশত কীর্ত্তি যাঁর
রামায়ণে পড়িয়াছি। রামচন্দ্র,
হরধনু ভাঙিল যে রাজর্ষি
জনকগৃহে, সমুদ্র বাঁধিল,
শত শত রাক্ষস নাশিল,
লঙ্কার সমরে বিনাশিল
দশানন-শূরে।
যে অবধি পড়িয়াছি রামায়ণ
সাধ জাগে চিতে—
রাঘবের কীর্ত্তি খর্ব্ব করিব জননি ;
মাতা, জানকীর দুঃখে অশ্রু মোর
ঝরে নিশিদিন ! অবিচারে জানকীরে
পাঠাইলা বনে রামচন্দ্র,—তাঁরে
আমি শাস্তি দিতে চাই।
আমারে আদেশ দাও মাতা !

সীতা। লব, তুই দুঃখিনীর নয়নের নিধি !

লব। মাতা, হেন কথা নাহি কহ !
ক্ষত্রিয়নন্দন আমি, ধরিয়াছি বাজী

বিনা যুদ্ধে না পারিব ছেড়ে দিতে।
ধরি পায়—জননী আমার—
করিও না অনুরোধ !

কুশ। একান্ত বাসনা যদি করিবারে রণ,
বারণ না কর মাতা !
দুই ভাই কার্ম্মুক ধরিলে
কার সাধ্য নিবারিবে গতি ?

সীতা। রাঘবের সনে রণ—
কোন্ প্রাণে সমরে আদেশ দিব !
কিন্তু ক্ষত্রিয়-জননী আমি,
নিবারণ করিব কেমনে !
বীরপুত্র চাহিছে সংগ্রাম—
পিতাপুত্রে বাধিবে কি রণ ?
বুঝিতে না পারি
দৈবের অদ্ভুত সংঘটন !

লব। মাগো !
নিরুত্তর রহিও না আর।
দাও আজ্ঞা ?

সীতা। অন্তর্যামী দেবতা আমার,
আমার প্রাণের ব্যথা সব জান তুমি !
অবলা রমণী মাত্র আমি,—
আমারে কর্ত্তব্য-পথ দাও দেখাইয়া।

লব ও কুশ। মা, জননি !

(সীতা নিরুত্তর ও চিন্তামগ্ন)

সীতা। কে এসেছে অশ্বের রক্ষক হ'য়ে ?

লব। শ্রীরামের অনুচর সেনাপতি এক !
রামচন্দ্র আসিবে না,
অশ্বরক্ষকের মুখে
শুনিলাম সমাচার !

সীতা। যা' হবার হবে,—
ক্ষত্রিয়-রমণী আমি
তনয়ের ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায়
বাধাদান কভু না করিব।

লব। মাতা !

সীতা। দিলাম আদেশ,
সমরে অজেয় হও ভাই দুইজন।

[সীতাকে প্রণাম করিয়া দুই ভাইয়ের প্রস্থান

মঙ্গলদায়িনী মাতা,
কর মাগো মঙ্গলবিধান।
স্বামীর কল্যাণ, পুত্রের কল্যাণ,
অযোধ্যার প্রজার কল্যাণ,
সবার কল্যাণ—যাচি আমি
হে কল্যাণি, চরণে তোমার !

তমসার তীর—আশ্রমের অপরাংশ

অদূরে শত্রুঘ্নের শিবির

(দুইদিক হইতে দুইজন অশ্বরক্ষকের প্রবেশ)

১ম-অ-র। কি রে— সন্ধান পেলি ?

২য়-অ-র। পেয়েছি বই কি ? বড় শক্ত ঠাঁই !

১ম-অ-র। কোথা গেল—? কে ধ'রেছে ?

২য়-অ-র। এই বনে ; দু'জন তাপস-বালক !

১ম-অ-র। তুই ছিনিয়ে আনতে পারলি নে ? দূর—!

২য়-অ-র। কাজটা যতটা সহজ মনে ক'রছ ভায়া, ততটা সহজ নয় !

১ম-অ-র। তুই যে অবাক্ ক'রলি !

২য়-অ-র। আমি আর কি অবাক্ ক'রলাম ?—তবে সে ছোঁড়া-দুটো একটু অবাক্ ক'রে তুলেছে বটে ! যাও না, ঐ বাল্মীকি মুনির তপোবনে তারা আছে !

১ম-অ-র। কি বলে তারা ?

২য়-অ-র। যুদ্ধ ক'রতে চায় !

১ম-অ-র। যুদ্ধের সাধটা একবার মিটিয়ে দিলেই তো পারতিস্।

২য়-অ-র। আমাদের তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না—স্বয়ং রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে চায়—অভাব পক্ষে তাঁর সেনাপতি !

১ম অ-র। বড় রসিক ছোকরা তো দেখতে পাচ্ছি !

২য় অ-র। হ্যাঁ, তা একটু রসিক ব'লেই যেন' বোধ হচ্ছে। ঐ যে তারা এইদিকে আসছে! চল্, সেনাপতিকে খবর দিই গে।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপর দিক দিয়া লব ও কুশের প্রবেশ)

লব। দাদা! যুদ্ধ বাধলে তুমি আশ্রম রক্ষা ক'রবে। যুদ্ধ অনিবার্য্য। তুমি এখন থেকেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে কুটিরদ্বারে গিয়ে দাঁড়াও! জননী আর ভগিনী আত্রেয়ী যেন বিপন্ন না হন।

কুশ। তুমি এখন কি ক'রবে বল?

লব। আমি অযোধ্যার সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবো!

কুশ। কি আবশ্যক আমাদের? বরং তিনিই আসবেন আমাদের কাছে অশ্বের সন্ধানে!

লব। যুদ্ধের নিয়মে তাই হওয়া উচিত বটে! কিন্তু দাদা, আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পাচ্ছি না। যুদ্ধের বিলম্ব আমার সহ্য হ'চ্ছে না—তাই আমি নিজেই সেনাপতিকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রতে চলেছি! ঐ বুঝি সেনাপতি নিজেই আস্‌ছেন। তুমি কুটিরে যাও!

[কুশের প্রস্থান

(অপর দিক দিয়া শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন। বালক! কে এ বালক? আপনি রাঘব,
বালকের বেশে আসি আমারে কি
করেন ছলনা! অথবা এ নয়নের
ভুল!—বালক, নয়ন-মানস
মুগ্ধকরা এ মাধুরী কোথায় পাইলে?

লব। অযোধ্যার সেনাপতি!
সৈনিকের কার্য্য নহে
মাধুরী হেরিয়া মুগ্ধ হওয়া।
আমি ধরিয়াছি অশ্ব তব;
আমার মাধুরী হেরি মুগ্ধ যদি হও,
অশ্ব নাহি পাবে—
রাঘবের অশ্বমেধ অপূর্ণ রহিবে।
আমি করিয়াছি পণ—
রণ বিনা অশ্ব নাহি দিব।

শত্রুঘ্ন। সত্য, তুমি করিয়াছ পণ?

লব। মিথ্যাপণ
ক্ষত্রিয়কুমার কখনো কি করে?
একা আমি করিব সমর,
ডাক তব অনুচর সৈনিকের দল,
যে আছে যেথায়।

শত্রুঘ্ন। সমস্ত চৈতন্য মোর
ব্যাকুল বাসনাময় হ'য়ে
ধেয়ে যায় বালকেরে দিতে আলিঙ্গন!
বক্ষঃ দীর্ণ কেমনে করিব
তীক্ষ্ণ শরাঘাতে?
আজীবন করেছি সমর,
লক্ষ লক্ষ প্রাণিবধ করিয়াছি রণে,—
হেন দুর্ব্বলতা করি নাই
অনুভব!

শিথিল এ কর হ'তে কার্ম্মুক
খসিয়া বুঝি পড়ে !
হে বালক ! যুদ্ধে ক্ষমা দেহ বীর !

লব। এই অযোধ্যার বীর !
রাবণ-বিজয়ী মহাবীর রাঘবের
সেনাপতি তুমি ? শত ধিক্ !
হেন রমণীর প্রাণ লয়ে
কেন আসিয়াছ অশ্বের রক্ষক হ'য়ে ?
যাও অযোধ্যায় ফিরে কাপুরুষ !
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে,
জানাইও রামচন্দ্রে—বাল্মীকির
শিষ্য লব ধরিয়াছে বাজী।

শত্রুঘ্ন। দেখিতেছি বীর,
যুদ্ধসাধ প্রবল তোমার মনে,—
রণ বিনা অন্য চিন্তা স্থান নাহি পায়।
একান্ত বাসনা যদি করিবে সমর,
এস ত্বরা—ঐ নদীতীরে
শ্যামল প্রান্তরে !
সসৈন্যে যুঝিতে চাও,
কিংবা একা তুমি করিবে সমর ?

লব। তাপস-বালক আমি সৈন্য কোথা পাব ?
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর,
তাঁর সেনাপতি তুমি—

সৈন্যের অভাব তব নাই।
দেহরক্ষা তরে—
যত ইচ্ছা সৈন্যের সাহায্য নিতে পার!
আমি একা করিব সমর!

শত্রুঘ্ন। মুগ্ধ আমি বীরত্বে তোমার,
এস' ত্বরা মোর সাথে।
নাহি জানি চিত্ত কেন বিচলিত
নেহারি তোমায়!—যেন মনে হয়,
জনমের পূর্ব্ব হ'তে
কোন্ নিগূঢ় রহস্য-ডোরে
তোমায় আমায়
একসঙ্গে বেঁধেছেন ধাতা।
এস সাথে যুদ্ধ যদি চাও,
যুদ্ধসাধ মিটাব তোমার।

[উভয়ের প্রস্থান

(একদল যুধ্যমান উন্মত্ত সৈনিক চলিয়া গেল)

(কুশের প্রবেশ)

কুশ। লব—লব!
কোথা লব? একা শিশু
অসংখ্য অরির মাঝে—
শরজালে আচ্ছন্ন গগন,
ঘোর ধূম ঘেরিয়াছে দিক্‌চয়—
সৈন্য-কোলাহল চারিদিক হ'তে আসি
কর্ণে পশিতেছে,—
অন্তরীক্ষে দামিনী-ঝলকে

চ'ক্ষের পলকে—ইরম্মদ-তেজে
লক্ষ বাণ ধায় দশদিকে !
লব—লব,
কোথা লব,—এ সৈন্যের বিপুল প্লাবনে ?
কুটীরে ব্যাকুলা মাতা
বক্ষ ভেদি' প্রাণ তাঁর বাহিরে আসিতে
চায়। কেমনে প্রবোধ দিব তাঁরে,
লব যদি সঙ্গে নাহি ফিরে ?
লব—লব !

লবের প্রবেশ)

লব। দাদা, দাদা !

(দুই ভা'য়ে আলিঙ্গন করিল)

কুশ। যুদ্ধের সংবাদ বল ?

লব। দাদা, করিয়াছি রণজয়।
জৃম্ভকাস্ত্রে সর্ব্বসৈন্য চেতন হরেছি,—
সেনাপতি জ্ঞানহারা ভূমিতে লুটায়—
বিলুপ্তচেতনা, শুয়ে আছে তমসার
তীরে ! তিন রাত্রি গত হ'লে চৈতন্য
ফিরিবে, প্রাণে মরিবে না কেহ।

কুশ। চল তবে মাতার নিকট !

লব। নহে মাতার নিকট এবে।
জননীর পায়ে জানাইও নমস্কার,
অবিলম্বে অযোধ্যা যাইব আমি।

কুশ। অযোধ্যা কি হেতু ?

লব। যজ্ঞ-অশ্ব রহিল হেথায়,
সংবাদ লইয়া যাবে রাজার সকাশে,
হেন জন কেহ আর নাই।
অশ্বপৃষ্ঠে করিব গমন—
দিবসের পথ কয় দণ্ডে উত্তরিব।
কুশ। জননী ব্যাকুলা অতি!
লব। বুঝাইয়া ব'লো তাঁরে—
আজন্মের কামনা পুরাব,
একবার দেখিব রাঘবে।
বিনা দোষে যদিও সে নির্ব্বাসিতা
করিলা সীতায়—তথাপি
শুনেছি মুনির মুখে—
নরশ্রেষ্ঠ রঘুপতি।
যাও ভাই মাতার সকাশে!
কুশ। শীঘ্র ফিরে এস'
রাজধানী দেখে ভুলোনাক' যেন'
পর্ণপত্রঘেরা মোর মায়ের কুটীর!
লব। না ভাই—না!

[কুশের প্রস্থান

লক্ষ-শত সৌধ-কিরীটিনী রাজধানী,
রাজপথ,—সরোবর, স্বর্ণমঠ—
সুশোভিত সে অযোধ্যা-ধাম,
কেমনে ভুলাবে মোরে
তমসার তীরে

মায়ের কুটীরখানি মোর !

(মনে মনে নমস্কার করিলেন)

সীতানির্ব্বাসন কেন দিলে রঘুমণি !
পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্কের রেখা !
দেখা যদি পাই একবার
তিরস্কার করিব রাঘবে।
স্পষ্ট কথা বলিব তাঁহায়
"নরপতি ! নারীনির্যাতন করি
বীর বলি দাও পরিচয় ?"
ভাল' আমি বাসিতাম রামে
সীতারে না বনে দিত যদি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা-রাজপ্রাসাদ

রামের কক্ষ

(রাম একাকী উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পদচারণা করিতেছিলেন)

রাম। "সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী,
আমার প্রাণের দুঃখ বুঝিবেনা,—
মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়—"
সতী-নারী দেছে অভিশাপ—
যাও শান্তি, যাও সুখ, সংসার-বন্ধন,
আমারে বিদায় দাও চিরদিন তরে,—

দেবলোকে, নরলোকে কিংবা রসাতলে
আমার আত্মীয় কেহ নাই,
কারো সাথে মিলিবে না
আমার এ অভিশপ্ত জীবনের ধারা,—
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে হবে মোর বাস !

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব।—
রাম। না—না, আসিতে হবে না তাঁকে ;
বলে দাও—নাহি প্রয়োজন ;
শাস্ত্রমর্ম্ম আর আমি
জানিতে না চাই।
প্রতিহারী। নিজে ঋষি এসেছেন হেথা !
রাম। যাও তুমি হেথা হ'তে !

[প্রতিহারীর প্রস্থান

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। বৎস,
নিমন্ত্রণভার সৌমিত্রি ল'য়েছে
নিজে। অশ্বসাথে দেশ-দেশান্তরে
ফিরিছেন শত্রুঘ্ন সসৈন্যে।
নন্দীগ্রাম হ'তে ভরতে আনিতে—
রাম। গুরুদেব,
বন্ধ কর আয়োজন
যজ্ঞ হইবে না !
বশিষ্ঠ। যজ্ঞ হইবে না ! রাম,
আশ্চর্য্য করিলে মোরে !

রাম। ভুলক্রমে অন্যমনে
দিয়াছিনু মত ; যজ্ঞ-অনুষ্ঠান
অসম্ভব !

বশিষ্ঠ। অসম্ভব !—কেন অসম্ভব ?

রাম। উপযুক্ত কারণ অবশ্য আছে,
যথাকালে নিবেদন করিব চরণে।

বশিষ্ঠ। বৎস রাম,
একাকী, বান্ধবহীন, চিন্তামাত্রসাথী
যাপিছ দিবস-নিশি সঙ্গোপনে
রাজ-অন্তঃপুরে। কতদিন গত হ'ল–
অলঙ্কৃত কর নাই বিচার-আসন,
প্রজাগণ ছিল সব মৌন বেদনায়—
হেন উদাসীন ভাব নেহারি তোমার।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বার্ত্তা শুনি- -

রাম। নিতান্ত অসুস্থ আমি তাত,
রাজকার্য্য করিতে অক্ষম !
প্রজানুরঞ্জন আপাততঃ
কিছুদিন রহুক্ স্থগিত—
একাকী বিশ্রাম আমি চাই।

বশিষ্ঠ। রাম, বুঝিতে না পারি—
হেন ভাবান্তর কিবা হেতু ?

রাম। বুঝিবার কি আছে বিষয় ঋষি !
বিশ্রাম, ক্লান্ত আমি জীবন-সংগ্রামে-

বিশ্রাম, বিশ্রাম সে হেতু চাই।
তাও কি দিবে না মোরে
রাজভক্ত প্রজা অযোধ্যার ?

বশিষ্ঠ। রঘুনাথ,
হেন কথা সূর্য্যবংশধর-যোগ্য নহে,—
রাজকার্য্যে বিশ্রামের নাহি অবসর।

রাম। রাজকার্য্য, রাজকার্য্য—
অন্য কোন কার্য্য যেন নাহি ত্রিভুবনে
মানবের ! রাজকার্য্য—
রাজকার্য্য শয়নে স্বপনে,
রাজকার্য্য চিন্তা-জাগরণে !
গুরুদেব ! বলিতে কি চাও,
রাজা হ'য়ে মানবত্ব একেবারে
দি'ছি বিসর্জ্জন ?— সিংহাসনে বসি
উৎপাটন করিয়াছি মানবহৃদয় ?

বশিষ্ঠ। শান্ত হও বৎস,
তুমি আদর্শ নৃপতি,
নহে উপযুক্ত
হেন দুর্ব্বলতা।

রাম। দুর্ব্বলতা !
তোমার আদর্শ-রক্ষা তরে,
উন্মাদিনী ছিন্নমস্তা সম
নিজহাতে ছিঁড়িয়াছি আপনার

জীবনবন্ধন,—
ধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যাত্মার বুক বিঁধিয়াছি !

বশিষ্ঠ। এ অবস্থা নহে স্বাভাবিক।
কি হ'য়েছে রঘুবর ? (হাত ধরিলেন)
সত্য মোরে ক'রনা গোপন।
বৎস জানকীর স্মৃতি,—

রাম। গুরুদেব, গুরুদেব !
স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও—
ওনাম ক'রনা উচ্চারণ
স্মৃতিমাত্র রাখিয়াছি প্রাণের
নিভৃত কোণে অতি সঙ্গোপনে।
রাজনীতি-আবর্জ্জনা-কলুষিত
পঙ্কিল এ রাজধানী মাঝে,
মিনতি চরণে গুরুদেব,
ওনাম ক'রনা উচ্চারণ !
অযোধ্যার অধিবাসী ওই নাম
উচ্চারণে নহে অধিকারী
রাজকার্য্য—সেই ভাল,
প্রজানুরঞ্জন—তাও ভাল !

[বশিষ্ঠ কিছু বলিলেন না, শুধু একবার রামের দিকে চাহিলেন]

বৎস,
চিরদিন কল্যাণ কামনা তব করি।
বাক্য ধর মোর,

কার্য্য কর মম উপদেশে,—
কর অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।
কার্য্যে মগ্ন থাক রঘুবর
হৃদয়ের চিন্তা যাবে দূরে।

রাম। গুরুদেব,
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে
প্রচলিত শাস্ত্রবিধি
স্মরণ কি নাই তব ?

বশিষ্ঠ। সত্য বটে, সত্য বটে,—
সহধর্ম্মিণী সহ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান,
শাস্ত্রবিধি।
যজ্ঞ হইবে না তবে ?
প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হবে !

রাম। কি করিব মুনিবর,
সাধ্যমত করিয়াছি প্রজানুরঞ্জন।
কেমনে করিব—
সাধ্যের অতীত যাহা—?
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান অসম্ভব।

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশল্যা। নহে অসম্ভব—
কার্য্য যদি কর বৎস, মম উপদেশে।

বশিষ্ঠ। কি তোমার উপদেশ
কহ রাজমাতা ?

কৌশল্যা। স্বর্ণসীতা বসাইয়া রাঘবের বামে
সম্পূর্ণ করাব যাগ।
দক্ষ শিল্পী করেছি নিয়োগ,
জানকীর প্রতিকৃতি করিতে নির্ম্মাণ।

রাম। স্বর্ণসীতা,—স্বর্ণসীতা!

কৌশল্যা। হেমকান্তি জানকী আমার—
প্রিয়তমা পুত্রবধূ,
সোনার বরণ—জানকীর বরণের
সমতুল্য হবে!—বৎস,
স্বর্ণসীতা লয়ে বামে পূর্ণ কর যাগ।

রাম। সোনার প্রতিমা—জানকীর!
অন্তরের ব্যাকুল বাসনা মোর
বাহিরে কি আকার লভিবে!

কৌশল্যা। বৎস!

রাম। গুরুদেব,
হোক্ যজ্ঞ-আয়োজন।
মাতা, শিল্পী পারিবে না—
হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি,
নিজে আমি করিব নির্ম্মাণ।
দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ ধরি
নিশিদিন গোপন প্রাণের ধ্যান মোর,—
নহে শিল্পী, শিল্পী নহে—
মূর্ত্তিদান, নিজে আমি করিব জননি!

[প্রস্থান

বশিষ্ঠ। সিদ্ধ হোক অভীষ্ট তোমার !

[উভয়ের প্রস্থান

* * *

(সীতাস্মৃতি-ধ্যানমগ্ন রাম)

রাম। সীতা, সীতা, সীতা !
ধ্যানযোগে দেখা দাও,
হে করুণাময়ি,
স্বর্ণ-প্রতিকৃতি তব প্রাণময়ী করিব জানকি !
হৃদয়ের দীপ্তি, তৃপ্তি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের
ও-রূপমাধুরী প্রিয়ে, নরচক্ষে
দেখিতে পাবনা বুঝি আর—
এস তবে ধ্যানের নয়নে।
হৃৎপদ্ম করি আলোকিত
উর দেবি মর্ম্মস্থলে মোর,
সেথা তব স্বর্ণাসন নিশিদিন
রাখিয়াছি পাতি।
সর্ব্ব-লোক-চক্ষু-অন্তরালে সঙ্গোপনে
হৃদয়-মন্দিরে এস প্রাণেশ্বরি !
তুমি আর আমি, সেথা আর কেহ নাই।
অভিমান-বেদনায় ভরা
ছল ছল আঁখি দুটি হ'তে
বারিধারা ঝরি' দিক্ নিবাইয়া
মোর হৃদয়-অনল। বিরহের
তমসার পার হ'তে, এস, দেবি,

মিলনের আলোক-নির্ঝর-তীরে !—
সীতা, সীতা, সীতা, সীতা—

কৌশল্যা। রাম !

রাম। জননি !
দেবীরে পেয়েছি আজ হৃদয়-মাঝারে—
কৃপা করি দিয়াছেন দেখা !

কৌশল্যা। রাম,
পত্নীশোকে—শেষ এই পরিণাম !
ভগবান,
হেন দৃশ্য আমারে দেখিতে হ'ল !
ভাল মনে করি' যেই কার্য্য
করি' অনুষ্ঠান, অভাগিনী আমি,
মম ভাগ্যদোষে বিপরীত ফলে ফল।

রাম। মাতা,
বিষাদ কি হেতু ভাব মনে ?
আজ সত্য আনন্দের দিন !
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
দীর্ঘ বিরহের অবসানে আজি,
অবতীর্ণ হ'য়েছেন হৃদয়-মন্দিরে
মোর। কি আশ্চর্য্য মাতা—
নহে রাজরাণী আর,
তপস্বিনী; বল্কল-ধারিণী—
কৃশ তনুলতা—অচল অটল তবু

আপনার তেজে !
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি—কণ্ঠে বাণী
সঙ্গীত-রূপিণী !
মাগো, দেখিনু অপূর্ব্ব রূপ,
হেন দেবী স্বর্গে বুঝি নাই !

কৌশল্যা। বৎস,
বাক্য তব বুঝিতে না পারি,
কি যেন রহস্য-কথা !
সম্যক্ না হয় প্রণিধান।

রাম। নহে মা রহস্য-কথা
অতীব সরল সত্য,
জানকীর দেখা পাইয়াছি।

কৌশল্যা। জানকি, জানকি,
প্রাণপ্রিয়া বধূ মোর, দুহিতা-অধিক
নাম-মাত্র-অবশেষ আজি !
বৎস,
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃতাহুতি দাও !
পাবনা কখনো যারে আর
তার নাম করি উচ্চারণ,
প্রাপ্তির লালসা কেন দ্বিগুণ বাড়াও ?

রাম। আমি পাইয়াছি তাঁরে,—
এসেছেন সীতা—
প্রাণে প্রাণে স্পর্শ তাঁর
অনুভব করিয়াছি।

সে নয়ন দুটি ধরার মালিন্য-
মুক্ত হ'য়ে দীপ্তি পায়—দূর নীলিমার
গায়, শুকতারা যেন' !
পার্থিব নয়ন দিয়া নহে যদি—
তবু দেখিতেছি।

কৌশল্যা। রাম !

রাম। শঙ্কা ত্যজ জননী আমার !
উন্মাদ হইনি আমি
আছে দিব্য জ্ঞান।
এই বুকে মাতা, এই বুকে,
দেবীর মূরতি আছে।
এই বক্ষ দীর্ণ করি
দেখাইতে পারিতাম যদি,
অবশ্য বুঝিতে মাতা
কত সত্য বচন আমার।

কৌশল্যা। ভগবান্ !
রক্ষা কর রামভদ্রে মোর,
দুঃখিনীর জীবনের অন্তিম সম্বল !

রাম। ধ্যানযোগে দেখিয়াছি
দেবীর মূরতি ! স্বর্ণপ্রতিকৃতি এবে—
প্রাণস্পর্শে—চেতন করিব !
তারপর—
অশ্রুজলে সে মূরতি করাইব স্নান,

প্রেমের অমৃত-ধারা করাইব পান,—
হবে না কি দেবী-মূর্ত্তি মানবী আবার ?
কর আশীর্ব্বাদ মাতা !

কৌশল্যা। পূর্ণকাম হও বৎস,
মম আশীর্ব্বাদে।—

[প্রস্থান

রাম। লক্ষ্মণ !

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। প্রভু !

রাম। এই মন্দিরের দ্বারে রহ দাঁড়াইয়া
যতক্ষণ স্বর্ণমূর্ত্তি
নির্ম্মাণ না হবে শেষ—
কেহ যেন' নাহি পশে মন্দির-ভিতরে,
নাহি দেয় বাধা মোরে জানকীর ধ্যানে।

(রাম শিল্পমন্দিরে প্রবেশ করিলেন)

লক্ষ্মণ। সেই একদিন আর এই একদিন !
সেই পঞ্চবটী বনে—
অযোধ্যার রাজসুখ-ভোগ
দিয়া বিসর্জ্জন—পশিলা জানকীর সনে
যেদিন বৈদেহীনাথ—
রিক্ত-মুক্তা-মাণিক্যের-ছটা,
রিক্ত-সর্ব্ব-রাজগর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যের ঘটা,
শুষ্কপর্ণপত্র-ঘেরা, আভরণহারা
ক্ষুদ্র এক পাতার কুটীরে,—

সেইদিন হ'তে, দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ,
শর-শরাসন করে কুটীরের দ্বারে
যাপিয়াছি দিন, স্বেচ্ছাব্রত চিরভৃত্য
দীন ব্রহ্মচারী !—আজ পুনরায়
কত যুগ পরে—রঘুপতি
পশিলেন এ মন্দিরে, পুণ্যস্মৃতি
জানকীর ধ্যানে।
সেই সীতারাম, চিরভৃত্য
সে লক্ষ্মণ দ্বারে—সব সেই—
সীতার বিহনে শুধু অযোধ্যার
এ রাজপ্রাসাদ
অরণ্যের দীনতায় ভরা !

(ব্যস্তভাবে ভরতের প্রবেশ)

ভরত। লক্ষ্মণ ! কোথা রঘুপতি, প্রাণের দেবতা
মোর ভাই ? নিশিদিন দ্বন্দ্ব করি
হৃদয়ের সনে, পরাজিত
অভিমান মোর।
আসিয়াছি শ্রীরামের চরণদর্শনে।

(লক্ষ্মণ নিস্তব্ধ হইতে সঙ্কেত করিলেন)

লক্ষ্মণ। স্তব্ধ হও—ধীরে কথা কও !
ধীরে, অতি ধীরে কর মৃদু পাদক্ষেপ—
শান্ত কর সর্ব্ব চঞ্চলতা। মিনতি চরণে,
হে অগ্রজ ! অসংযত বাক্যে তব
ভাঙিও না প্রভুর সমাধি !

ভরত। প্রভুর সমাধি !
বাক্য তব বুঝিতে না পারি—
বল শীঘ্র কোথা রঘুপতি ?

লক্ষ্মণ। ওই মন্দিরের মাঝে
মগ্ন সীতাস্মৃতিধ্যানে !

ভরত। সীতাস্মৃতিধ্যানে !
দেবতা আমার,—
বজ্র হ'তে সুকঠিন
প্রফুল্ল কুসুমসম অতি সুকোমল
লোকোত্তর চরিত্র মহান্ তব—
সামান্য মানব আমি—
আমার বুদ্ধির অগোচর !
হে রাঘব, রঘুকুল-রবি,
তুমি সত্য দশরথ-রাজার তনয়,—
প্রাণ দিয়ে সত্যরক্ষা করা
এ বংশের ধারা ! মূর্খ আমি,
হেন কথা পূর্ব্বে বুঝি নাই !

(উন্মত্ত লবের প্রবেশ)

লব। আমারে কে বাধা দিবে ?
আমি মানিব না কোন মানা।
কোথায় রাঘব,
কোথায় সে পত্নীত্যাগী
স্বেচ্ছাচার রাজা ?

লক্ষ্মণ। অবোধ বালক !
সমাধিস্থ রামচন্দ্র,
উচ্চকণ্ঠে কহিও না কথা।

(রামের প্রবেশ)

রাম। কার কণ্ঠস্বর ? কার কণ্ঠস্বর ?
স্বর্ণময়ী দেবীর প্রতিমা
মানবী হইয়া চিরপরিচিত
পুরাতন কণ্ঠস্বরে আমারে
সান্ত্বনা দিতে এল !

ভরত। ইক্ষ্বাকু-কুলের রবি,
ক্ষমা কর বুদ্ধিহীন
সেবকের গুরু অপরাধ।

রাম। ভরত, ভরত !
তোমারে পাইয়া ভাই,
ক্ষীণতম আশা অন্তরে জাগিছে কেন ?
কেন মনে হয়—বুঝি তুমি
আসিয়াছ অগ্রদূতরূপে
অতীত সুখের কথা করাতে স্মরণ,
মলয় হিল্লোল যথা
শীতান্তের শীর্ণ জীর্ণ ধরণীর বুকে
নব বসন্তের বার্ত্তা দেয় জানাইয়া !

[লব রামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

লব। তুমি, রাজা রামচন্দ্র
ধরণীর অধীশ্বর ?

রাম। তুমি—তুমি—কে তুমি বালক ?

লব। মহারাজ,
ধরেছিনু আমি অশ্বমেধ-
যজ্ঞ-অশ্ব তব। তোমার সমস্ত সৈন্য
সেনাপতি সহ পরাজিত মম করে,
তমসার তীরে জ্ঞানহারা—
ধরণী লোটায় !

রাম। সেই নীল-নলিন-নয়ন দুটি !
আঁখিতারকায় সেই স্নিগ্ধ
অমৃত পরশ ! বালক, বালক,
হেন রূপ কে তোমারে দিল,—
কোন্ মাতৃ-বক্ষ হ'তে উচ্ছ্বসিত স্নেহ-রস-ধারা
করি' পান ভুবনমোহন
দিব্য রূপ পাইয়াছ ?

লব। আমি তব শত্রু, হে রাঘব,—
আসি নাই শুনিবারে প্রিয় সম্ভাষণ।
রণ—রণ মোরে দেহ রঘুপতি !
রাবণ-বিজয়ী মহাবীর,
যুদ্ধসাধ তোমার সহিত,
তাই আসিয়াছি আমি এ অযোধ্যাপুর।

রাম। শত্রু নহ তুমি—
শ্যামকান্তি বনান্তের নবীন
বসন্তশোভা, চির-অভ্যাগত তুমি,
শুষ্ক আর্ত্ত এ হৃদয়-দ্বারে।

ওই চক্ষুদুটি তব অষ্টাদশ বর্ষ
ধরি' করিয়াছি ধ্যান,—আমার সে
দেবীমূর্ত্তি মাঝে, তব মূর্ত্তি
সঙ্গোপনে ছিল লুকাইয়া—
বর্ণ, গান, স্পর্শ তার এসেছিল
সর্ব্বদিক হ'তে, তরঙ্গ তুলিয়াছিল প্রাণে,—
তবু যেন পাইনি সন্ধান !
কিন্তু তোর কণ্ঠস্বর—আর ওই ভুবনভুলানো আঁখি—
কিশোর বালক, দেখিবি সে দেবীমূর্ত্তি ?—

[মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লবকে দেবীমূর্ত্তি দেখাইলেন]

লব। একি, জননী আমার !
রাম। তোমার জননী !
তুমি তবে, সীতার তনয় ?
লব। জনম-দুখিনী জনক-তনয়া সীতা
জননী আমার !
রাম। রাজপুত্র ভিখারীব বেশে !
ওরে বৎস ! কোলে আয়—কোলে আয়।
লব। না-না-না-না-না,
নহি আমি রাজপুত্র।
তুমি করিয়াছ ভিখারী আমায়,—
জনমের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র করে দেছ' তুলি।
মা—মা, কোথা তুমি জননী আমার !

[লবের দ্রুতবেগে প্রস্থান

রাম। ভরত, লক্ষ্মণ !
ফিরাও বালকে।

[ভরত ও লক্ষ্মণের প্রস্থান

[রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।
ক্রমে ধীরে ধীরে আলোকের প্রকাশ হইল ও
রাম চেতনা পাইলেন]

রাম। ভগবান, ভগবান,
দয়া কর, দয়া কর মোরে প্রভু !
মত্ত মন প্রমত্ত বারণ
কোন বাধা মানিতে না চায়—
ধেয়ে যায় সেই দূর বনে—
স্বচ্ছতোয়া স্থির-শান্ত তমসার তীরে,
নির্জ্জন কান্তারে—
যেথা মোর প্রিয়া,
নিত্য ভাসে নয়নাশ্রু-জলে।
দেবগণ, ঋষিগণ !
ভিক্ষা মাগি সবার কাছে—
হৃদয়ের রত্ন মোরে দাও ফিরাইয়া,
ফিরাইয়া দাও প্রভু !
সত্যাসত্য, কার্য্যাকার্য্য কিছুই
বুঝিতে আর নারি।
ঘোর তমসাচ্ছন্ন হৃদয় আমার—
নির্ব্বাপিত সত্যের নিবাত নিষ্কম্প
দীপশিখা, শ্রেয়প্রেয়
একসঙ্গে বুঝি বা হারাই।

(ভরত ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

আসিল না ফিরে ?

লক্ষ্মণ ।　না মহারাজ,
সরযূ-সৈকত দিয়া
ছুটেছে বালক । জননীর দুঃখ স্মরি'
দুই চ'ক্ষে ঝরিছে সহস্রধারা—
সরযূর দুই তীর
মাতৃনামে মুখরিত করি
চলিয়াছে মহাবীর ।

ভরত ।　কহিলাম তারে—
"আয় বৎস, ফিরে আয়,
ফিরে আয় অযোধ্যায়—"
অভিমান-বিদ্ধ বুকে রুদ্ধকণ্ঠ,
মর্ম্ম-বেদনায় কহিলা বালক—
"যজ্ঞ-অশ্ব এই নাও প্রভু,
বীরত্ব-গৌরব—রণ-আকিঞ্চন,
আমার ফুরায়ে গেছে সব !
জননী দেবতা মোর, তাঁরে নিয়ে
দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,
অযোধ্যার রাজ্যে দেব, আর ফিরিব না !
জননীর অপমান যেথা,
সেথা আর কেমনে ফিরিব ?
পিতা যার জননীর অপমান করে
শ্রেয় তার প্রাণবিসর্জ্জন !

রাম। হে ঈশ্বর,—
অন্তর্য্যামী দেবতা বিশ্বের,
যথার্থ সত্যের পথ
দাও দেখাইয়া মোরে।—
সত্যই সত্যের কঙ্কাল আমি
করিতেছি পূজা—
কোথা সত্য, কোন্ কল্পলোকে ?
থেকো না লুকায়ে আর—
শাস্ত্রের জটিল আবর্ত্তমাঝে—
একবার নেমে এস, মৃত্তিকার
ধরণীর 'পরে !—তারস্বরে
মর্ম্ম মোর কহে বার বার,—অবিচার
অবিচার ! অবিচার করিয়াছ
জানকীর প্রতি, অবিচার করিয়াছ
প্রফুল্ল কুসুমসম ফুটোন্মুখ
সুকুমার যুগল শিশুর প্রতি,
অবিচার করিয়াছ মাতা, ভ্রাতা,
আত্মীয়-স্বজন প্রতি, নিজ
হৃদয়ের প্রতি।
অবিচার, কারো প্রতি অবিচার
রাজধর্ম্ম নহে।
ক্ষুদ্র সত্য রক্ষা হেতু বুঝি হায়—
মহা সত্যে দিছি জলাঞ্জলি !
কে বলিবে—?

শাস্ত্রের বচন সত্য—কিম্বা সত্য
এই মোর মর্ম্মভাঙা—
মর্ম্মের কাহিনী !

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি । বৎস,
মর্ম্মের কাহিনী ।
মর্ম্ম যারে সত্য বলি দেয়
দেখাইয়া, সেই সত্য,—অন্য সত্য নাই !
সত্য হৃদয়ের গ্রন্থি করে ভেদ,
সত্যের পরশে হৃদয়-আঁধার
দূরে যায়—ধরণীর অন্ধকার যথা
প্রভাত-রবির স্নিগ্ধ কিরণসম্পাতে,
বিকশিত হৃদয়সরোজে
নিমিষে সংশয়নাশ,
বৎস, সত্য আপনার আপনি প্রকাশ !

রাম । দৈববাণী সম
গভীর উদাত্তস্বরে প্রচারিয়া
সত্যের মহিমা—
কোন্ দেব উদিলেন রাজপুরে ?

বাল্মীকি । আমি যে ঋষি বাল্মীকি,
রামায়ণ-গ্রন্থ-কর্ত্তা ;
বৎস, বাস্তব জগৎ হ'তে দূরে—অতি দূরে
কাব্যের জগতে, কল্পনার রাজ্যে,
তুমি আমার সৃজিত,

আপনার আত্মজসম
বড় প্রিয়, বড় প্রিয় নরবর !

[তিন ভ্রাতা বাল্মীকিকে প্রণাম করিলেন]

রাম। দেব,
কৃতার্থ এ দাস তব আগমনে।
বড় সুসময়ে আসিয়াছ দেব !
তৃষিত আকুল চিত্ত তোমারেই
বুঝি ডেকেছিল—সঙ্গোপনে
প্রাণের ভিতরে—!
রামায়ণ-কাহিনীর মহাকবি,
অন্তর-বাহির মোর সব জান তুমি—
তব অবিদিত কিছু নাই !

বাল্মীকি। জানি বৎস, সব জানি—
সীতাময় তুমি,
জানকীর ধ্যানে যাপিতেছ
এ দীর্ঘ বিরহ।
শঙ্কা দূর কর মহাভাগ,
সীতা আছেন কুশলে
মদাশ্রমে পুত্রদ্বয় সহ।

রাম। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অশ্ব করি জয়
এসেছিল পুত্র মোর অযোধ্যায়।
পিতৃ-পরিচয় পেয়ে—
লজ্জায় ঘৃণায়,
কেঁদে ফিরে গেছে !

বাল্মীকি　　তাও জানি রাম,
সরযূর তীরে রুদ্ধমান
বালকে দেখিনু।

রাম।　　এখন আমারে প্রভু,
সত্য পথ দাও দেখাইয়া !
রাজধর্ম্ম ডুবুক অতল জলে—
হৃদয়ের ধর্ম্ম-সনে
যদি তার না হয় মিলন।
হৃদয়ের উপবাস—আর আমি সহিতে না পারি।
তব আগমনে দেব,
সত্যপথ পেয়েছি দেখিতে—
সহজ, সরল—
নহে আর সমস্যার জাল দিয়ে ঘেরা !
প্রভু, এ দৃঢ় সঙ্কল্প মোর
কহি, কথা পাদস্পর্শ করি—
জানকীর তরে রাজ্য ত্যজি
কাননে পশিব পুনরায় !

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ　　রাম, গোমতীর তীরে,
পুণ্য যজ্ঞক্ষেত্রে—সমাগত
দেব-ঋষি-মুনিসঙ্ঘ, আর আর
রাজগণ যত। সমস্ত ভারতবর্ষ
একত্রিত মিলিত হ'য়েছে—স্বর্গে

বসেছেন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি
করিবার তরে,—
এস ত্বরা, যজ্ঞারম্ভ হবে !—
একি ! মহর্ষি বাল্মীকি !
নমস্কার, নমস্কার ঋষি !

বাল্মীকি। নমস্কার দেব !

রাম। গুরুদেব,
যজ্ঞ আপাততঃ রহিবে স্থগিত,
সমাগত রাজ-ঋষি-প্রজাগণ
সবার সম্মুখে ভরতেরে দিয়া
সিংহাসন, বানপ্রস্থ গ্রহণ করিব আমি--
সূর্য্যবংশে ভরত হইবে রাজা।

বশিষ্ঠ। রাম, বাক্য তব বুঝিতে না পারি।

রাম। হৃদয়ের ধর্ম্ম ছাড়া
অন্য ধর্ম্ম মানিতে নারিব, প্রভু !
শুষ্ক শাস্ত্রের বচন,
লোকাচার, সমাজ-নিয়ম,
যার চাপে নির্দ্দোষীর বুক ভেঙ্গে যায়,
তারে সত্য বলি মানিব না !—
হেন স্বাধীনতা যদি নাহি নৃপতির,
নৃপতিত্ব দিনু বিসর্জ্জন।
আমার প্রেমের লাগি সন্ন্যাসিনী
হইয়াছে প্রিয়া—

জানকীর পূজাতরে
বনবাসী সন্ন্যাসী হইব আমি !

বশিষ্ঠ। যজ্ঞ-অনুষ্ঠান হেতু
স্বর্ণসীতা নিজে তুমি করিলে নির্ম্মাণ।

রাম। স্বর্ণসীতা, স্বর্ণসীতা ?—
সোনার প্রতিমা দিব বিসর্জ্জন।
নিজহস্তে সরযূ-সলিলে !
ভরতে বসাব সিংহাসনে।
তারপব,
বানপ্রস্থ করিব গ্রহণ।

ভবত। তব পরিত্যক্ত অভিশপ্ত স্বর্ণসিংহাসন
গ্রহণ করিব আমি—
কভু মনে নাহি দিও স্থান !

বশিষ্ঠ। রাঘবের ত্যক্ত সিংহাসন
সূর্য্যবংশে কেহ লইবে না।

রাম। কেহ লইবে না ?
লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। প্রভু ! (অস্বীকার করিলেন)

রাম। অভিশাপ—অভিশাপ
আমার প্রাণের ব্যথা
কেহ বুঝিবে না !

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। শতানন্দ, জাবালি, নারদ,
অষ্টাবক্র, ক্রতু, অত্রিমুনি

সমাগত যজ্ঞস্থলে—
রাজভ্রাতা রাজগুরু
নৃপতির অদর্শনে অতীব চঞ্চল।

রাম। চঞ্চল—চঞ্চল ?

বশিষ্ঠ। রাম,
ত্রিভুবন আছে প্রতীক্ষায়—
রাজ্যে বিপ্লব আশঙ্কা করি,
তুমি যদি বানপ্রস্থ করহ গ্রহণ।

রাম। প্রভু,
ত্রিভুবন থাক্ প্রতীক্ষায়—
বিপ্লবে ভাসিয়া যাক্ রাজ্য—
প্রভু !
রাজ্য নাহি চাই,—
সহস্র সাম্রাজ্য হ'তে, রাজার কর্ত্তব্য হ'তে
শ্রেষ্ঠতর জানকীর প্রেম।
সে প্রেম সাধনতরে কাননে পশিব,
সতী-দেহহারা হ'য়ে পশিলেন
উমাপতি যথা—
ধবল তুষারমৌলি হিমাদ্রি-শিখরে !

বশিষ্ঠ। কি উপায়, মহর্ষি বাল্মীকি !
তুমি যদি উপায় না কর,
সূর্য্যবংশ—দেবতা-স্থাপিত বংশ—
বুঝি দেব, যায় রসাতলে।

বাল্মীকি। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি
একমাত্র উপায়—'জানকী' ;
কিন্তু অযোধ্যার প্রজাগণ
অপমান করিয়াছে মোর জননীরে।
সাশ্রুনেত্রে রাজলক্ষ্মী—রাজ্য হ'তে
লয়েছে বিদায়—
কেমনে ফিরাবে তাঁরে আর ?
বশিষ্ঠ। মহর্ষি বাল্মীকি, তুমি বিনা
এ সমস্যা সমাধান
আর কে করিবে ?
বাল্মীকি। আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ, অযোধ্যার প্রজা
রাজ্যের নায়কগণ—
জানকীর শ্রীচরণে ক্ষমা যদি চায়—
সকলের মঙ্গলের তরে,
আমার সে বনলক্ষ্মী—
অযোধ্যায় আবার আনিতে পারি।
বশিষ্ঠ। তাই কর, তাই কর ঋষি !
জানকীরে এনে দাও,
রাজলক্ষ্মী রাজ্যে পুনঃ
হোন্ প্রতিষ্ঠিত।
নহে মুনিবর, এ রাজ্যের
মঙ্গল কোথায় ?—অযোধ্যার প্রজাগণ
ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বাল্মীকির আজ্ঞা
নিশ্চয় পালিবে।

ভরত। অবশ্য পালিতে হবে।
আমি নিজে জিজ্ঞাসিব জনে জনে—
ঋষিবাক্য কেহ যদি করে অবহেলা,
এই শর-শরাসন দিয়া
রাজ্য পাঠাইব রসাতলে
প্রজাগণ সহ।

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

রাম। দুর্ম্মুখ !
(আত্মগত) অমঙ্গল, অমঙ্গল !

দুর্ম্মুখ। রাজপুরোহিত,
আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি,
মহারাজ, রাজ-ভ্রাতৃগণ—
অদ্ভুত কাহিনী এক নিবেদন
করিতে এসেছি।

বশিষ্ঠ। শীঘ্র বল, ভূমিকার নাহি প্রয়োজন।

দুর্ম্মুখ। রাজ্যের নায়কগণ,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ অযোধ্যার প্রজা,
হেরি স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি জানকীর,
রাজ-মহিষীর চরণ-দর্শন হেতু—
ব্যাকুল হয়েছে !

ভরত। (সোল্লাসে) সত্য ?—সত্য ?—

দুর্ম্মুখ। মহাভাগ,
মিথ্যা কথা দুর্ম্মুখ কি কহে ?—

কহিছে তাহারা—
"এমন দেবীর মূর্ত্তি যাঁর—
বিহনে সে পুণ্যবতী মহীয়সী রাণী
রামরাজ্য অসম্পূর্ণ,
রাণীরে আনিতে হবে পুনঃ অযোধ্যায় !"

ভরত। গুরুদেব,
দেবপূজ্য ঋষিবর, অবিলম্বে
যজ্ঞস্থলে চল—
ঋষির চরণ ছুঁয়ে করাব শপথ
সবে !—লক্ষ্মণ প্রস্তুত রাখ রথ—
তোমাকে যাইতে হবে।
দুর্ম্মুখ,

[ভরত দুর্ম্মুখের কানে কানে কি বলিলেন, তারপর রাম ও দুর্ম্মুখ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন]

রাম। দুর্ম্মুখ !

দুর্ম্মুখ। মহারাজ,
সুদীর্ঘ রজনী প্রভু,
বুঝি পোহাইল এত' কাল পরে।
নরেশ্বর,
আজ আমি রত্নহার পুরস্কার চাই !

রাম। দুর্ম্মুখ,
কি বলিলে,
চাহ রত্নহার ?—

[রত্নহার প্রদান করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[তমসার তীর—ধরিত্রীর বুকের ভিতর হইতে এক করুণ-সঙ্গীত বাহির হইতেছিল। সঙ্গীতের সেই মূর্চ্ছনা আকাশে বাতাসে, তরুর মর্ম্মর-ধ্বনিতে, তমসার কল্লোলে অখণ্ড বিশ্ব-প্রকৃতিতে বিলীন হইল। সীতা আনমনে শুনিতেছিলেন। আত্রেয়ী সীতার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।]

(নেপথ্যে গান)

ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে
আয় গো ধরার মেয়ে।
শীতল অতল ডাকছে তোমায়,
মুখের পানে চেয়ে!
বাতাস তোমায় বল্‌ছে আপন,
আকাশ তোমায় দেখ্‌ছে স্বপন,
তোমার তরে চন্দ্র-তপন,
আসছে অসীম বেয়ে—

সীতা। কি সুন্দর গান!
আত্রেয়ি, শুনেছিস্?
আমি বিমোহিত-প্রাণ,
আপনারে দিয়াছি ভাসায়ে
ও মধুর সঙ্গীতপ্রবাহে!

আত্রেয়ী। শুনিলাম সঙ্গীত-লহরী—
বড় সকরুণ, বড় সুমধুর !
কিন্তু মাগো, কোথা হ'তে
আসে গান—কোথায় মিলায়—
এ বিজনে কেবা গায়—
কেন গায়—কিছুই বুঝিতে নারি !

সীতা। ভূতধাত্রী ধরিত্রী জননী
প্রকৃতি-রূপিণী,
হৃদয়কন্দর হ'তে তাঁর,
হেন গান সমবেদনার
সদাই ঝঙ্কৃত হয়—
সে-ই শুনে, শুনিতে যে জানে !
সংসারের রোলে বধির যে জন
মনোবিমোহন এ সঙ্গীত
শুনিতে না পায় কভু।
আত্রেয়ি,
শুনিতেছি নিত্য নিশিদিন,
এ আহ্বান জননীর,
মাতা ডাকিছেন মোরে,
"আয় বাছা ফিরে আয়,
ফেলে আয় ছিঁড়ে আয়,
সংসার-বন্ধন !"

আত্রেয়ী। জননি ! জননি !
হেন নিদারুণ বাণী নাহি কহ।

সীতা। প্রথম যৌবনে,
পঞ্চবটী বনে—রাঘবের সনে,
জীবনের পরিপূর্ণ সুখের মাঝারে,
মধুর বহিত যবে জীবনপ্রবাহ—
এই গান প্রথম শুনিয়াছিনু,
গোদাবরী-নদী-কলতানে
তরঙ্গের লহরীলীলায় !
সেদিন অস্ফুট ছিল ধ্বনি,—
অর্থ তার রহস্যের জাল দিয়ে ঘেরা !—
ক্রমে স্ফুটতর ধ্বনি
জীবনের স্তরে স্তরে—
অশোক-কাননে, লঙ্কার সমুদ্রতীরে
অযোধ্যার রাজসিংহাসন-অন্তরালে,—
আজি অর্থ সহজ, সরল—
রহস্য-আবৃত নহে আর !

(নেপথ্যে গান)

মর্ত্ত মরু, শূন্য তরুর কুঞ্জ,
দীপ্ত হেথা তপ্ত বালুর পুঞ্জ,
বিশ্ব যে তাই তন্দ্রাহারা—
তটিনী তার অশ্রুধারা—
চিত্ত আতুউ দুঃখে সারা—
ক্রন্দন গান গেয়ে !

সীতা। ওই শোন—ওই পুনরায়,
জননী আমার সঙ্গীতের তানে
মোরে ডাকিছেন !

এত' দিন পাইনি সন্ধান—
আজ আমি অনুভব করিতেছি—
"বড় মধুময় মৃত্যু,
জীবন-রোগের মহৌষধি !"
আত্রেয়ি, আত্রেয়ি !
ওই দেখ্, তমসার কালো জলে
জননীর সিংহাসন পাতা !

আত্রেয়ী। বার বার দুঃখের আঘাতে,
মস্তিষ্ক-বিকৃতি বুঝি ঘটিল মাতার !
শান্ত হও, শান্ত হও জননী আমার !
লবকুশ পুত্র-দুটি
আছে মাগো তোর মুখ চেয়ে !

সীতা। ও কথা তুলো না কানে আর !
অষ্টাদশ বর্ষ ধরি'
যে বন্ধনে বাঁধিয়াছি প্রাণ—

(লব ছুটিয়া আসিয়া জননীর কোলে মুখ লুকাইল)

লব। মা, মা, অভাগিনী জননী আমার !

[লব আর কোন উত্তর করিতে পারিল না,
তার কথা বলার সমস্ত প্রচেষ্টা
রোদনে পর্য্যবসিত হইল]

সীতা। এ কি লব !
প্রিয়তম পুত্র মোর—
কি হ'য়েছে ?

রে অশান্ত, রে চঞ্চল বিহঙ্গ আমার—
আমার বুকের নীড়ে মুখ লুকাইয়া
কেন বাছা—কেন এ ক্রন্দন ?
কি দুর্জ্জয় অভিমান
আঘাতে ক'রেছে দীর্ণ ওই ছোট বুক ?

(লব বুকের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে মুখ তুলিল)

লব। কেন, কেন—কেন বল নাই মোরে ?
শুধাইয়াছিনু প্রশ্ন কত শতবার,
তবু কেন পাইনি উত্তর ?
আমি কি তোমার পর !—
তোর দুঃখে ঝরে নাক' মোর আঁখিধারা ?

সীতা। লব, অভিমানী তনয় আমার,
দুঃখিনী জননী প্রতি
কেন, কেন এত' অভিমান ?

লব। তুমি রামের ঘরণী,
হেন কথা পূর্ব্বে কেন বল নাই মোরে ?
নির্ব্বাসিতা, নির্যাতিতা, প্রপীড়িতা জননী আমার !—

সীতা। লব, লব !
আত্রেয়ি, আত্রেয়ি !
সব দুঃখ ভুলি' তবু কেন
চিত্ত মোর ভরে উঠে
আনন্দের পূর্ণ বেদনায় !

লব। যৌবনে যোগিনীবেশে,
অনাহূত দুঃখের পসরা নিলে শিরে—
লঙ্কেশ্বরে ঘৃণায় দলিয়া পদভরে,
সহিলে অশেষ দুঃখ অশোক-কাননে—
অপমান নিলে বক্ষ' পাতি,
পতির কারণে পশিলে মা
জ্বলন্ত অনলে। শত অবিচার
সহিয়াছ অকাতরে জনকতনয়া,
সেই তুমি জননী আমার !

সীতা। সর্ব্ব দুঃখ হইয়াছে লয়,
মায়ের গৌরবে—বৎস,
কুশ আর তোরে পেয়ে কোলে !

লব। তোমার দুঃখের লাগি
বাসিয়াছি তোমারে মা ভালো,
নয়ন-আনন্দ তুমি—তুমি, তুমি,
তুমি মাগো, হৃদয়ের আলো !

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি। সীতা !

সীতা। একি, পিতা !
আসিলেন ফিরে,
অশ্বমেধ হ'য়েছে কি শেষ ?

বাল্মীকি। না বৎসে, হয় নাই শেষ।
সত্য সহধর্ম্মিণীর সহ
করিবেন যাগ নরেশ্বর।

তোমারে যাইতে হবে মাতা,
রাজধানী অযোধ্যানগরে।

লব। না, না, না,—
হেন কার্য্য কখন' হবে না,—
মোর জননীরে আমি
যেতে নাহি দিব।

বাল্মীকি। লব !

লব। অযোধ্যার রাজধানী,
রাজা, প্রজা, রাজপুরবাসী
করিয়াছে অপমান জননীরে মোর।
অভিশপ্ত সে রাজধানীতে
জননী আমার কভু করিবে না
পদার্পণ। ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত নগরী,
নাহি জানে নারীর সম্মান—
শিখিয়াছে সুবর্ণের পূজা !

বাল্মীকি। লব,
করিয়ো না অবিচার রাঘবের প্রতি।
রাজধর্ম্ম রক্ষা হেতু—পালিবারে
অতি প্রতিপাল্য সমাজনিয়ম,
জানকীরে দিলা বিসর্জ্জন।—
মহৎ সে আত্মদান—
তোমারি পিতার যোগ্য লব !
পুণ্য অশ্বমেধ-যজ্ঞে,—

ত্রিভুবন একত্রিত যেথা,
সেথা সর্ব্ব প্রজা মাঝে,
রামচন্দ্র জানকীরে
ধর্ম্ম-পত্নী বলি' করিয়া গ্রহণ
বসাবেন স্বীয় সিংহাসনে।

লব। রাজসিংহাসন চেয়ে
শ্যামাঞ্চল বনানীর
প্রিয় জননীর মোর!

বাল্মীকি। সত্য লব!
কিন্তু প্রিয় শিষ্য মোর,—
"সীতারে আনিয়া দিব"
করিয়াছি বাক্যদান।—
রাঘবের কাতরতা দেখিতে নারিনু।
সীতা যাবে এ কানন ত্যজি,
বনলক্ষ্মী লইবে বিদায়—
চির অন্ধকার গ্রাসিবে এ বন—
মাতার বিহনে,
হয়তো বা বাল্মীকি মরিবে,—
তবু,—তবু,—তবু হায়
জননীরে যেতে দিতে হবে!

সীতা। পিতা,
অযোধ্যার প্রজা—

বাল্মীকি। মাতা,
নাহি আর রাখ অভিমান!

ক্ষমা কর অবোধ সন্তান ভাবি'
অজ্ঞানের গুরু অপরাধ।
ঘুচে গেছে সবাকার ভ্রম।
দেখ মাগো, রাজ্যের নায়কগণ
আসিতেছে অভ্যর্থনা করিতে
তোমায়। লক্ষ্মণ এনেছে রথ!

[কুশের সহিত লক্ষ্মণের প্রবেশ; সেই সঙ্গে অযোধ্যা-রাজ্যের নায়কগণও শঙ্কিত পদে প্রবেশ করিলেন]

কুশ। দেখ লব,
কাহারে এনেছি ধ'রে;—
মেঘনাদ-জয়ী বীর, পিতৃব্য মোদের!

লব। চরণে প্রণাম তাত!

(লব লক্ষ্মণকে প্রণাম করিল, লক্ষ্মণ আলিঙ্গন করিলেন)

লক্ষ্মণ। দেবি,
নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আসিয়াছে পুনরায়।
এস দেবি, ফিরে চল অযোধ্যায়।
চল, একবার ফিরে চল—
কর ক্ষমা, অযোধ্যার পুরবাসী
সবাকার গুরু অপরাধ!

সীতা। হে সৌমিত্রি,
কুশল সবার, সরযূ-মেখলা
অযোধ্যার প্রজাগণ সুখে আছে?

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার কুশল—কল্যাণ
হে কল্যাণি, কিছু আর নাই।
কর কৃপা দেবি!

সকলি মজিবে মাতা, তব কৃপা বিনা।

বাল্মীকি। চল মা জননী,
রাঘবের দুঃখ আর সহিতে না পারি !
চল্ কুশী-লব !

সীতা। ডাকিছেন রঘুনাথ,
পিতা ক'রেছেন বাক্যদান,
লক্ষ্মণ এনেছে রথ ;—
কেমনে রহিব স্থির এ কাননে আর ?—
চল্ কুশী-লব !
অভিমান দূর কর্ লব,—
দেখ্ আমি ত্যজিয়াছি সর্ব্ব অভিমান,
ডাকিছেন রাম,—অবোধ বালক,
আর কিরে অভিমান সাজে !

(আবার অন্তরীক্ষে গান শোনা গেল)

(গান)

ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে,
আয় গো ধরার মেয়ে !
শীতল অতল ডাক্‌ছে তোমায়
মুখের পানে চেয়ে।

[সকলের প্রস্থান

বাল্মীকি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া গান শুনিলেন। তারপর যে অদৃশ্য মহাশক্তি মানব-জীবনকে মহা পরিণতির দিকে লইয়া যান, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।]

বাল্মীকি। নমো, নমো, নমো, নমো
পরমা নিবৃ্তি—
নমো, নমো
হে অজ্ঞাত মহাপরিণাম !

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেবর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, রাজগণ, রাজন্যবর্গ, রাজকর্ম্মচারিগণ, সৈন্যগণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ, রাজদূত, প্রতিহারী, ক্রীতদাসীগণ, নাগরিক-নাগরিকাগণ, কুলবধূগণ প্রভৃতি। রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রাম—চারিপার্শ্বে ভরত, শত্রুঘ্ন, রাক্ষস-বানর প্রভৃতি মিত্রগণ। রামচন্দ্রের মুখে প্রতীক্ষার চিহ্ন। উৎসবের আনন্দ হইতে নির্ব্বাসিত তাঁর মন ছিল বনপথে।]

(বৈতালিকের গান)

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন হরণ ভব-ভয় দারুণম্।
নব কঞ্জ লোচন কঞ্জমুখকর কঞ্জপদ কঞ্জারুণম্॥
কন্দর্প-অগণিত অমিত ছবি নব, নীল নীরদ সুন্দরম্।
পটপীত মানহু তড়িৎ রুচিশুচি, নৌমি জনক-সুতাবরম্॥
ভজু দীনবন্ধু দীনেশ, দানব-দৈত্যবংশ-নিকন্দনম্ ;
শির-মুকুট-কুণ্ডল, তিলকচারু, উদারঅঙ্গবিভূষণম্।
আজানুভুজ শর-চাপ-ধর, সংগ্রামজিৎ খর-দোষণম্॥

বশিষ্ঠ। সপ্তর্ষি-মণ্ডল,
দেবপূজ্য ঋষিগণ, রাজগণ,
প্রজাগণ সবে,
আজ সত্য আনন্দের দিন,—
রাজলক্ষ্মী আসিবেন রাজপুরে ফিরে ;
সমাগত শত লক্ষ মানবের
জয়ধ্বনি মাঝে,
বসিবেন রাজসিংহাসনে,—

অযোধ্যার রাজ্য ধন্য হবে,
প্রজা সুখী হবে,—
উঠিবে আনন্দধ্বনি বিপুল গৌরবে।

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত। রাজভ্রাতা
লক্ষ্মণের রথ সরযূর তীরে
দেখা যায় !

ভরত। যাও দূত,
নগর-তোরণদ্বারে বাজুক মঙ্গল-
বাদ্য ! পুরনারীগণ
শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি করুন যতনে !

[দূতের প্রস্থান

রাম। অষ্টাদশবর্ষ পরে
আবার পাইব দেখা,
ফিরে পাবো হারানো রতন।
নহে শুধু সীতা—সুকুমার দুই পুত্র
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আয়ুধকুশল,—
তবু কেন কেঁপে উঠে প্রাণ !

(দ্বিতীয় রাজদূতের প্রবেশ)

দ্বিতীয় দূত। যজ্ঞশালা-দ্বারদেশে
উপনীত রথ।
দেবী অবতীর্ণা রথ হ'তে।

[নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য বাজিল ও শঙ্খধ্বনি হইল। অগ্রে বাল্মীকি, পরে সীতা, পশ্চাৎ লব, সকলের শেষে লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

ভরত। সভাসদ্গণ ! ওই হের
মহর্ষি বাল্মীকি সাথে

আসিছেন জনকতনয়া,
শ্রুতি যথা ব্রহ্মানুসারিণী।
কার সাধ্য এ দেবীরে অপবিত্রা কহে ?

[রাম সিংহাসনে চঞ্চল হইলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল—]

রাম। সীতা—সীতা !

বশিষ্ঠ। এস মা জননি,
সমাগত সর্ব্ব রাজঋষি প্রজাগণ—
সবারে শুনায়ে কর মা শপথ,
পতিব্রতা তুমি,
পতিধ্যানে যাপিয়াছ এ দীর্ঘ জীবন।

(সীতা শুধু একবার মুখ তুলিয়া বলিলেন)

সীতা। আবার শপথ !

বাল্মীকি। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব,
জননীরে শপথ করিতে হবে ?

বশিষ্ঠ। সূর্য্যবংশ-নৃপতির
কলঙ্কক্ষালন হেতু
হে মহর্ষি,
শপথের আছে প্রয়োজন।

বাল্মীকি। যাঁর নাম, যাঁর কার্য্য,
যাঁর পবিত্র চরিত্র-কথা ধ্যান করি আজীবন,
দস্যু রত্নাকর আজ মহর্ষি বাল্মীকি—
সেই সতীকুল-রাণী, রাজেন্দ্রাণী—
জনকতনয়া—ত্রিভুবন সাক্ষী রাখি'

করিবে শপথ, আপনার পবিত্রতা
করিতে প্রমাণ ?
এর চেয়ে হাস্যকর কি আছে জগতে আর !
মূর্খ পৌরজন !
এখনো সময় আছে,
এই বেলা আত্মকৃত অপরাধ-
ক্ষালনের তরে—চাহ ক্ষমা জননীর পদে ;
অন্যথায় অনর্থ ঘটিবে !

বশিষ্ঠ। ক্ষমা কর দেব !
প্রজার বিশ্বাস হেতু
হেন কথা কহি।
মূঢ় পৌরজন আর যেন কভু,
কটু কথা কহিবার সুযোগ না পায়।

(রামচন্দ্র প্রতিবাদ করিতে গেলেন, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না)

বাল্মীকি। জননী আমার,
ক'রো ক্ষমা বৃদ্ধ এ তনয়ে তোর !
আমি নাহি জানিতাম,
রাজকার্য্য হেনমত, রাজসভা
হেন ভয়ঙ্কর স্থান, প্রতিদ্বন্দে
অতিক্রূর সংশয় সন্দেহ করে বাস,—
না জানিয়া অনুরোধ ক'রেছিনু মাতা,
রাঘবের দুঃখ স্মরি'। রাজা রামচন্দ্র !—

লব। হেন অপমান ত্রিভুবন সাক্ষী রাখি !
আয় মাগো, রাজ-সিংহাসনে
কাজ নাই।

বাল্মীকি। সেই ভাল—সেই ভাল—-চলে আয় মাতা।

[রামচন্দ্র আর একবার প্রতিবাদ করিতে গেলেন, সীতার তেজস্বিতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আর তাঁর প্রতিবাদের শক্তি রহিল না।]

সীতা। শান্ত হও লব,
শান্ত হ'ন পিতা!
সবাকার সন্দেহ ভাঙিব!
প্রতিজ্ঞা করিব, মহতী এ
রাজসভা-তলে।
সাক্ষী হও—দেব-ঋষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি,
সাক্ষী হও—অন্তরীক্ষ-দেবতামণ্ডলী,
সাক্ষী হও—সমাগত ক্ষত্ররাজগণ,
সাক্ষী হও—প্রজা অযোধ্যার পৌরজন
সাক্ষী হও—স্বামী রামচন্দ্র—

রাম। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, সীতা!
স্তব্ধ হও, কহিও না কথা।
প্রাণেশ্বরি, তোমারে লইয়া
রাজ্য ছাড়ি কাননে পশিব।

সীতা। শান্ত হও স্বামী,
শান্ত হও প্রভু,
সাক্ষী হও—শ্বশ্রূদেবীগণ, রাজবধূ
উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি,
রাজ-অন্তঃপুর-নিবাসিনী নারীগণ,
সবার সম্মুখে আমি সত্য কহিতেছি,
স্বামী-ধ্যান, স্বামী-জ্ঞান মম,

স্বামী ছাড়া অন্য কথা
ভাবিনি জীবনে।

রাম। না—না—না—না—
রাখ অনুরোধ সীতা,
করিও না পণ।

সীতা। শান্ত হও প্রভু!

[স্বর্গ হইতে সীতার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল]

ভরত। হের,
অবিশ্বাসী পৌরজন,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ
দেবীর মস্তকে করে পুষ্প-বরিষণ।

সীতা। ভূতধাত্রী ধরিত্রী জননী,
সত্য যদি পতিব্রতা আমি,
সত্য যদি দুহিতা তোমার,—
মাগো, স্থান দাও কোলে!—
সংসারের তাপ মাগো,
আর আমি সহিতে না পারি!
বহুদিন শুনিয়াছি তোমার আহ্বান,—
আজ সকাতরে ডাকিতেছি,
কোলে নাও—কোলে নাও মাতা,
মা—মা—মা—মা—মা!

[সহসা অন্তরীক্ষ হইতে সঙ্গীত উঠিল—"ধরার মেয়ে"।
সীতা উন্মনা হইলেন। সভা নির্ব্বাক্
বিস্ময়ে অভিভূত।]

রাম। সীতা প্রাণেশ্বরি,
জীবনসর্ব্বস্ব মোর—
কেমনে কঠিনা হলে !
চির পরিচিত পুরাতন প্রেম
কেমনে হইলে বিস্মরণ ?—

[সহসা আকাশ প্রলয়ের মেঘে ঢাকিয়া গেল,—অন্ধকার—ঘন অন্ধকার ; সেই অন্ধকারে সমস্ত রাজসভা কাঁপিয়া উঠিল—ভূমি বিদীর্ণ হইল— সীতা সেই বিদীর্ণভূমির মধ্য দিয়া কোন্ রহস্যময় লোকে চলিয়া যাইতেছেন !]

রাম। একি, একি !
ঘোর প্রলয়ের মেঘ,
চ'ক্ষের নিমিষে অকস্মাৎ
ছাইল গগন ধরা,—অন্ধকার,
ঘন অন্ধকার !
জীবধ্বংসী প্রলয়-লক্ষণ,
আকাশে বাতাসে !
একি, একি !
প্রলয়ের দোলে দোদুল দুলিছে ধরা !
অতিক্রমি দুই তীর, নদী গোমতীর
প্লাবন ধাইছে—ভাসাইয়া শত শত
জনপদ—পদতলে ধরিত্রী
বিদীর্ণ হ'ল বুঝি।
সীতা, সীতা, কোথা তুমি ?

বাল্মীকি। সীতা, সীতা,
কোথা মা আমার !

সীতা।　মা আমায় নিয়েছেন কোলে,
আমি যাইতেছি দূর রহস্যের পারে,
যেথায় জননী মোর।
রঘুনাথ—বিদায় জন্মের তরে—!

রাম।　সীতা, সীতা—

সীতা।　প্রাণেশ্বর, বিদায় বিদায় !—
জন্মান্তরে দেখা যেন পাই !

[সীতা ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইলেন। কৌশল্যা ছুটিয়া আসিয়া লবকুশকে কোলে লইলেন তাহারা মায়ের জন্য কাঁদিতে লাগিল।]

রাম।　নির্ম্মম নিয়তি !
জীবনের পরিপূর্ণ সুখ
দেখাইয়া বিজলী ঝলকে—
আবার কাড়িয়া নিবি ?
তোর চেষ্টা বিফল করিব।
রে লক্ষ্মণ,
আন, আন্ মোর শর-শরাসন,
সপ্ত সিন্ধু মথিত করিয়া
জানকীরে ফিরায়ে আনিব !
সীতা, সীতা, সীতা, সীতা,—

[রাম উন্মত্তের মত ছুটিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। উন্মত্ত জনতা "মা জানকী" "মা জানকী" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।]

বাল্মীকি। রাম,
প্রিয়তম সন্তান আমার,
আপন হৃদয়-মাঝে
জানকীরে কর অন্বেষণ।
বাল্মীকির রামসীতা
চির-অবিচ্ছেদ !

যবনিকা